৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ৫ মাঘ – ১১ মাঘ, ১৪৩০ ঃ ২০ জানুয়ারি – ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 13, 20 January - 26 January, 2024

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সাতসকালে রাজ্যের মন্ত্রী

সুজিত বসু, বিধায়ক তাপস রায় ও উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালাতে হানা দিল ইডি।

রবিবার : কয়েকদিন আগে ভাঙ্গড়ের আইন শৃঙ্খলার ভার তুলে

দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের হাতে। তবু ভাঙ্গড় বদলালো না। ব্যানার, ফেস্টুন লাগানোকে কেন্দ্র করে আইএসএফ ও তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পোলেরহাটের কৃষ্ণমাটি এলাকা।

সোমবার : প্যানেল বাঁ ওয়েটিং লিস্টে নাম নেই এমন ৪০ জনের

নবম–দশমে এবং ১৮ জনের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে চাকরি হয়েছে বলে আদালতে হলফনামা দিয়ে স্বীকার করেছে এসএসসি।

মঙ্গলবার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মত কর্মসমিতি

সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর না করায় সাসপেন্ড হতে হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুবীর মৈত্রকে।

বুধবার : শিশু ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত দিক

বিচার করে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রোগ্রামে থাকা বি সি রায় শিশু হাসপাতাল, আর জি কর ও এন আর এস মেডিকেল কলেজকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দিল স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার: সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্ত ও শেখ শাহজানকে খুঁজে বার

করতে পুলিশের উপর ভরসা না রেখে সিট গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট যারা আদালতের নজরদারিতে তদন্ত করবে।

শুক্রবার : ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে তিন

সদস্যের কমিটি গড়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কমিটিতে থাকেন রাজ্য, কেন্দ্র এবং অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের একজন করে প্রতিনিধি। খুব তাড়াতাড়ি এই কমিটি রিপোর্ট দেবে আদালতে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অটোয় তুলে অপহরণের চেষ্টা, লাফিয়ে বাঁচলেন ২ মহিলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ

চলন্ত অটো থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বাঁচলেন দুই মহিলা। বুধবার সাত সকালে এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনাটি ঘটেছে নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের মৌখালি মধ্যমপাড়া এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন দিপালী ঢালী ও সারথী ঢালী নামে দুই মহিলা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বারুইপুরের চম্পাহাটীর বাসিন্দা সারথী টালী ও দিপালী ঢালী। সম্পর্কে তাঁরা শাশুড়ি–বৌমা। কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যানিংয়ের মৌখালির মধ্যমপাড়ায় জামাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

কলকাতায় কাজে যাওয়ার জন্য বুধবার ভোরে জামাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ক্যানিংয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় ঢোষা–বেতবেড়িয়া গামী একটি অটো ওই দুই মহিলার সামনে এসে দাঁড়ায়। অটোচালক জানায় ক্যানিং যাবে এবং সকাল ছ'টার ট্রেন ধরিয়ে দেবেন।শাশুড়ি বৌমা অটোয় উঠে পড়ে।অভিযোগ অটোচালক অটো ঘুরিয়েই দ্রুত গতিতে আবার ঢোষা–বেতবেড়িয়ার দিকে রওনা দেয়।ক্যানিংয়ে না গিয়ে কেন উল্টো দিকে যাচ্ছে অটো ? অটোচালক কে দুই মহিলা এমন প্রশ্ন করতেই অটো চালক 'বাড়াবাড়ি' না করে চুপচাপ অটোর মধ্যে বসে থাকার হুমকি দেয়।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে দ্রুতগতির চলন্ত অটো থেকে লাফ দেয় বৌমা দিপালী ঢালী। রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর জখম হয় সে। তাঁর হাতে মারাত্মক আঘাত লাগে। ভেঙে যায় শাঁখা। বৌমা লাফিয়ে নামতেই কিছুদূরের মধ্যে শাশুড়ি সারথী ঢালীও চলন্ত অটো থেকে লাফিয়ে পড়ে গুরুতর জখম হন। অন্যদিকে অটোচালক অটো নিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয়রা দুই মহিলাকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সারথী ঢালীর অবস্থা সঙ্কটজনক।

ঘটনা প্রসঙ্গে দিপালী ঢালী জানিয়েছেন, অটোচালক অটো নিয়ে পালিয়ে যায়। খুব আতঙ্কে রয়েছি। ঘটনার বিষয় জানিয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।'

এমন অঘটনের খবর শুনে জামাই সাগর মন্ডল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হন।

সাগরের কথায়, 'অটো চালকের খারাপ উদ্দেশ্য ছিল। তা না হলে দুই মহিলা যখন চলন্ত অটো থেকে লাফ দিলো,অটোচালক পালিয়ে গেল?'

চাষিদের ধান ফেলে রেখে ব্যবসায়ীদের ধান কেনার অভিযোগ

কাঠগড়ায় ধান ক্রয় কেন্দ্র

অরিজিৎ মন্ডল

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাংলার চাষিরা যাবে ন্যায্য মূল্যের ধান বিক্রয় করতে পারেন তার জন্যই তৈরি হয়েছিল এই কিষাণ মান্ডি, কিন্তু সেই কিষাণ মান্ডিতেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে ব্যবসায়ীদের দাপাদাপি। এমনই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের গঞ্জের বাজার কিষান মান্ডিতে।

ন্যায্য মূল্যের ধান ক্রয় কেন্দ্রে চাষীদের সকাল থেকে বসিয়ে রেখে ব্যবসায়ীদের ধান আগে নেওয়ার, অভিযোগ উঠল ন্যায্য মূল্যের ধান ক্রয় কেন্দ্রে। পাশাপাশি বস্তায় অতিরিক্ত মাপের ধান আনলে চাষীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ারও অভিযোগ ওঠে।

অন্যদিকে পাথরপ্রতিমার এই ধান বিক্রয় কেন্দ্রে দূর দূরান্তের বহু চাষী সকাল থেকে ধান নিয়ে এসে অপেক্ষা করলেও তাদের ধান না নিয়ে একাধিক ডেট দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। উল্টোদিকে ফোড়েদের থেকে বেশি মুনাফায় ধান কেনার অভিযোগ এই ধান বিক্রয় কেন্দ্রের আধিকারিক এবং মিল কর্মীর বিরুদ্ধে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অতিরিক্ত ধান নেওয়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু বন্ধ হয়নি ধান কেনার নামে দুর্নীতি। পাথরপ্রতিমার কিষান মান্ডিতে প্রতিদিন প্রায় হাজার হাজার বস্তার ধান কেনা হয় সরকার নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে। কিন্তু ন্যায্য মূল্যের ধান ক্রয় কেন্দ্রে প্রতিদিনই প্রায় ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বেড়ে চলেছে, তার উপরে মিল কর্মীরা চাষির কাছে অতিরিক্ত টাকা দাবি করছে বস্তা গাড়িতে তোলার জন্য। এই বিষয়ে নিয়েই আজ চাষিরা সরব হন। পারচেজ অফিসার প্রকাশ মণ্ডল ব্যবসায়ীদের আনাগোনা এবং টাকা নেওয়ার অভিযোগ পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। তবে এগুলো তাকে না জানিয়ে হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। অন্যদিকে মিল কর্মী রতন মন্ডল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তবে প্রশ্ন উঠছে রোদ–বৃষ্টি জলে যে সমস্ত চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধানের ন্যায্য মূল্য পাবে বলে এসে অপেক্ষা করে কবে মিটবে তাদের এই সমস্যা?

সাগর মেলার শেষ লগ্নে তাল কাটল মুড়িগঙ্গার চড়া ও কুয়াশায়

কাদায় বিধ্বস্ত সাগরসৈকত। ছবি : অরুণ লোধ

কুনাল মালিক, সাগরদ্বীপ

এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় সব রেকর্ড ভেঙে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১ কোটি ১০ লক্ষ। এটা অবশ্য সরকারি মতে। এই পরিসংখ্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আদৌ কি ওই সংখ্যক পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অনেকেই বলছেন আসলে সামনেই অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের কথা। তার আগে সাগর মেলায় পুণার্থীর সংখ্যা বাড়ানোটা একটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে এবছর গঙ্গাসাগর মেলা দুর্ঘটনা মুক্ত মেলা হিসেবে নজির করেছে। এবছর গঙ্গাসাগর মেলা সবদিক দিয়ে সফল এটা যেমন বলা হচ্ছে। তেমনি একথাও স্বীকার করতে হবে মেলার সুর লয় তাল শেষ লগ্নে কেটে দিয়েছে মুড়িগঙ্গার চড়া এবং ঘন কুয়াশা। ১৫ জানুয়ারি সন্ধের পর থেকেই মুড়িগঙ্গার নদীতে জলস্তর নেমে যাওয়ায় ভেসেল চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মেলা প্রাঙ্গণে মাইকে বারবার ঘোষণা করা হয়, তীর্থযাত্রীরা মেলার মধ্যেই থাকুন যখন ভেসেল ছাড়া হবে তখন আপনাদের জানানো হবে অনুগ্রহ করে কেউ বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাবেন না। সাগর মেলার বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়ে খোলা আকাশের নিচে তীর্থযাত্রীদের বসে থাকতে বা শুয়ে থাকতে। কুয়াশার জন্য অ্যান্টি ফগলাইট বিদেশ থেকে আনা হলেও তা কাজে লাগেনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিমার টাকা পেতে সোনার দোকানে সাজানো ডাকাতি

সুব্রত মন্ডল

সোনারপুরের বৈকণ্ঠপুরের বাগুইপাড়া এলাকায় এক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা সাজিয়েছিলেন দোকানের মালিক নিজেই। মালিকের নাম রাজু রায়। কিন্তু তার সমস্ত নাটক বিফলে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হয় পুলিশ হেফাজতে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাজারে প্রচুর ধার দেনা ছিল রাজুর। তাই বিমার টাকা পেতে ডাকাতির নাটক সাজিয়েছিল সে। তার এই নাটকে শামিল করেছিল দোকানের কর্মচারী চন্দন নস্করকেও। সেও একসাথে এখন পুলিশ হেফাজতে। এলাকার বহু মানুষ এই বকুল জুয়েলার্সের মালিক রাজু রায়ের কাছে প্রতারিত হয়েছে বলে অভিযোগ। সুপর্ণা বণিক নামে একটি মেয়ের দুদিন পরে বিয়ে। সুপর্ণা বলছিলেন ৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা রাজু রায়ের দোকানে জমা আছে । সোনা দেওয়ার নাম করে তাকে এক বছর নানা ছলনায় ঘোরাচ্ছে রাজু। যে সমস্ত গ্রাহক রাজুর সোনার দোকানে টাকা জমা রেখেছিলেন তাদের এখন মাথায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

রাজু জেরায় নিজের মুখে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে তার এই সাজানো নাটকের কথা। বিমার টাকাটা পেলে মার্কেটে যত ঋণআছে সব পরিশোধ করে দেবে এই পরিকল্পনাই ছিল তার।

বীরভূম আছে বীরভূমেই

অবৈধ টোলের দাদাগিরিতে কলুষিত কেন্দুলির জয়দেব মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুর পৌঁছাতেই এই সাজানো শহরের রাস্তায় টাঙানো বিশাল বিশাল হোর্ডিংএ মমতা ব্যানার্জী, অভিষেক ব্যানার্জী এবং স্থানীয় নেতা নেত্রীদের সঙ্গে দেখা মিলল অনুব্রত মন্ডলেরও। আশা জাগলো এরপর নিশ্চই দেখা মিলবে অনুব্রতর বীরভূমের। আশা মিটলো। কেঁদুলিতে জয়দেব মেলায় যাবার পথে ইলামবাজার পেরিয়ে কিছুটা এগোতেই দেখা মিলল সেই বীরভূমের। মেলায় ঢোকার মুখে রীতিমত প্যান্ডেল বেঁধে, রেট চার্ট টাঙিয়ে হৈহৈ করে উৎসবের মেজাজে চলছে টোল আদায়। যে কোনো গাড়ি ঢুকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে আট দশ জন পুরুষের দল। কিছু বোঝার আগেই বনেটে, দরজায় পড়ছে একের পর এক চাপড়। গাড়ি সাইড করতেই হবে। দিতেই হবে টোলের টাকা। এক দু টাকা নয়, ৫০ থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত তার মূল্য। বলা হচ্ছে এই ট্যাক্স নাকি পঞ্চায়েতের।

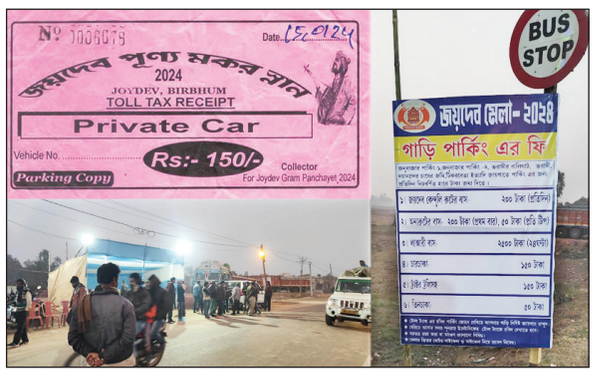

আলিপুর বার্তার গাড়িও রেহাই পেল না এদের হাত থেকে। প্রেসের কার্ড দেখার পরে আরও তীব্র হল আক্রমণ। এরাই দালাল বলে কেড়ে নেওয়া হল গাড়ির চাবি। বলা হল এই ট্যাক্স দিতেই হবে নইলে মিলবে না চাবি। আপত্তি করায় এল হুমকি। পুলিশ, বিডিও যাকেই বল কেউ কিছু করতে পারবে না। মেলায় গাড়ি পার্কিং করতে এই টিকিট লাগবেই। বাধ্য হয়ে কাটতে হল টিকিট। দেখা গেল কালেটরের নিচে ছাপা রয়েছে ফর জয়দেব গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২৪। যদিও তাতে নেই কোনো সরকারি ছাপ। এমনকি সেখানে উপস্থিত নেই কোনো পঞ্চায়েতের লোকজন। যারা আদায় করছে তাদের নেই কোনো পরিচয়পত্র। সর্বোপরি এই পঞ্চায়েতের নাম জয়দেব কেন্দুলি গ্রাম পঞ্চায়েত, জয়দেব পঞ্চায়েত নয়।

এরপর বোধহয় মেলার মান বাঁচাতে আর্বিভূত হলেন স্বয়ং কবি জয়দেব ভগবান। হঠাৎই একটি গাড়িতে উপস্থিত হলেন এক পুলিশ অফিসার। বললেন ইলামবাজার থানার মেজো বাবু, বাইরে থেকে এসেছেন মেলার ডিউটিতে। তাঁরই দৌলতে মিলল চাবি। তবে তিনি এই টোল আদায় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুচলেকা নেওয়ার প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪ এর ক্যাম্প অফিসে অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর প্রধানগণ কোন মুচলেকা দেবেন না – এই মর্মে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সকল আঞ্চলিক অফিসে ডেপুটেশন দিল প্রধান শিক্ষক সংগঠন

রাজ্যের হাই স্কুল এবং হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংগঠন অ্যাডভান্সড্ সোসাইটি ফর হেডমাস্টারস অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস্ (এএসএফএইচএম)–এর পক্ষ থেকে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের বর্ধমান আঞ্চলিক অফিসে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও বীরভূম এই পাঁচটি জেলার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বর্ধমান রিজিওনাল অফিসারের নিকট, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া জেলার পক্ষ থেকে মেদিনীপুর আঞ্চলিক অফিস সহ পর্ষদের সকল আঞ্চলিক অফিসে,মালদা,জলপাইগুড়ি সহ অন্যান্য জেলায় তথা সারা রাজ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এর নিকট এবং ই মেলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং সচিবের নিকট পর্ষদের জারী করা নির্দেশনামা (পত্রাঙ্ক D.S.(C)/241/23 দিনাঙ্ক

29/12/23) প্রত্যাহারের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ওই আদেশনামাতে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আগামী ২২ জানুয়ারি পর্ষদের ক্যাম্প অফিস থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিতে গেলে নবম শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন আর বাকি নেই – এই মর্মে ১০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে শিক্ষায়তনের প্রধানদের মুচলেকা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিটি জেলায় সংগঠনের

এরপর পাঁচের পাতায়

সাংসদ তহবিলের টাকায় ভুয়ো সইয়ে টেন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের তহবিল থেকে সিউড়ি পৌরসভাকে দেওয়া ৬০ লক্ষ টাকার ই–টেন্ডারে ভুয়ো সই করা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এইবিষয়ে সোমবার দুপুরে সিউড়ি বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল মূলত চোরের সরকার। প্রতিদিন দুর্নীতি। চলছে যার নবতম সংযোজন এমপি ল্যাড অর্থাৎ সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারি। এমপি ল্যাড একশো শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া টাকা। এই টাকা কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান এবং প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই টাকার কোনো দুর্নীতি হলে সরাসরি কেন্দ্রীয় এজেন্সি দ্বারা তদন্তের অনুকূল হয়ে উঠে। সাংসদ শতাব্দী রায়ের তহবিল থেকে ৬০ লক্ষ টাকা সিউড়ি পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছিল। নয়শো নিরানব্বইটি পথবাতি লাগানোর জন্য। এই বাজেটে ই–টেন্ডারে চেয়ারম্যানের সই স্ক্যান করে বসানো হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কেএমডি–র ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ দেখাশোনা করে। ই–টেন্ডারে কেএমডি–র তিনজন ইঞ্জিনিয়ারের সই রয়েছে যারমধ্যে একজন অনেক আগেই রিটায়ার্ড করেছেন। বাকি দুইজনের কোনো অস্তিত্বই নেই। তাদের সই স্ক্যান করে বসানো হয়েছে। সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, অনলাইন টেন্ডারে দুর্নীতির কোনো জায়গা নেই। সিসিটিভির জন্য দশ লক্ষ টাকা এবং লাইট লাগানোর জন্য আটান্ন লক্ষ টাকা দিয়েছিল সাংসদ তহবিল থেকে। ই–টেন্ডারের সময় আমি বাইরে ছিলাম। গন্ডগোল বুঝতে পেরেই সেখান থেকে টেন্ডার বাতিল করি। তারপর বোর্ড অব কাউন্সিলস (বিওসি) মিটিং করি। তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, এবারেও শতাব্দী রায় জিতবেন। ওরা টেনশনে ভুগছে। চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছি। জগন্নাথের করা কেএমডি ইঞ্জিনিয়ারের ভুয়ো সই অভিযোগ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, উনি ঠিক বলেছেন। আমি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ই–টেন্ডার বাতিল করি । তদন্ত সময় সাপেক্ষ ।

ছুটি

আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন ও ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় ২৭ জানুয়ারির সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

লোকসভা নির্বাচনের মুখে ভারতের রাজনীতিতে শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া দীর্ঘতর

ওঙ্কার মিত্র

শ্রীরাম অবতার রূপে এসেছিলেন ত্রেতা যুগে। জীবনচর্চায় হয়ে উঠেছিলেন সুশাসনের আইকন। কয়েক লক্ষ বছর পরেও তাই আজও মুখে মুখে ঘোরে রাম রাজত্বের কথা। তাঁর প্রভাব এতো তীব্র যে এই কলি যুগেও ভারতের রাজনীতিতে শ্রীরামের ছায়া ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ভারতের বর্তমান শাসক দল বিজেপি সবাইকে পিছনে ফেলে একাই শ্রীরামের ফেস ভ্যালু হরণ করে নিচ্ছে অবলীলায়। আর সেই সুযোগ করে দিচ্ছে দেশের অন্য বিরোধী দলগুলো। অথচ কেউই শ্রীরামের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছে না।

দীর্ঘদিনের শাসক দল ঐতিহাসিক কংগ্রেস বিজেপির শ্রীরাম চালে ধরাশায়ী। শ্রীরাম জন্মভূমি আন্দোলনের বেশিরভাগ সময়টাই অতিবাহিত হয়েছে কংগ্রেস শাসনকালে। কেউ যখন ধারে কাছে ছিল না তখন প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিতর্কিত ভূমিতে রাম পুজোর দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কর সেবকদের হাতে বাবরি মসজিদ যখন মাটিতে মিশে গেল তখনও দেশের শাসনকর্তা কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। অথচ সেই কংগ্রেস চেটেপুটে খেতে ব্যর্থ শ্রীরামের ক্রিম। তাদের এমনই অবস্থা বড় কর্তারা রামমন্দির উদ্বোধনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও বারণ করতে পারছেন না নিচু তলার নেতাকর্মীদের। রামকে ছাড়লে হিন্দু ভোট যদি চলে যায় আবার রামকে ধরলে বিজেপির বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। এই গেরোতেই

ফেসে গিয়েছে রাহুল গান্ধিরা।

অন্য দল যারা ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু ভোটের ঠিকাদার তাদের অবস্থা আরও খারাপ। রাম মন্দির উদ্বোধনে যাবেন কি যাবেন না পরিষ্কার করে সেই সিদ্ধান্ত জানাতে পারছেন না। ফলে উপর থেকে নীচ সব তলায় নেতা কর্মীদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে ইতিমধ্যেই সনাতন ধর্মকে আক্রমণ করে ঘেঁটে দিয়েছেন সেখানকার রাজনীতি। তারা ফের ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে মুখেও আনছেন না রাম মন্দির উদ্বোধনের কথা। অখিলেশ যাদব, মায়াবতী, নীতিশকুমার, লালু যাদব সকলেই রামকে ধরবেন না ছাড়বেন তা নিয়ে বেজায় চাপে। অর্থাৎ ভারতের এই সনাতন ভূমিতে রামের অস্তিত্বকে মুছে দেওয়া যে একেবারেই অসম্ভব তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

এবার আসি রাজ্যের কথায়। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ইতিমধ্যেই রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে এক সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে এক মিছিলের ডাক দিয়েছেন। আবার এই দলেরই নিচু তলার কর্মীরা জেলায় জেলায় রাম পুজোয় মেতে উঠছেন। ফলে এখানেও চরম বিভ্রান্তি। ভাবছেন রামকে ছাড়লে হিন্দু ভোট যায় আবার ধরলে সংখ্যালঘু ভোটে কোপ পড়ে। তাই কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারছে না এ রাজ্যের শাসক দল। এ রাজ্যের বাম দল বিশেষ করে সিপিএমের অবস্থা আরও করুন। তারা বিজেপির রাম আর মমতার সর্বদল দুইয়ের ফাঁকে আটকে পড়ে আধমরা অবস্থা। কোন কিছু না পেয়ে বামেরা আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজি স্মরণে মিছিল বার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার তারা নাকি গান্ধীজির মৃত্যু দিবস পালন করবে মহাত্মার মূর্তিতে মালা দিয়ে। এই অবস্থা দেখে সাধারণ মানুষ হেসে কূল পাচ্ছে না। বিরোধীদের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থানের ফলে শ্রীরামের পুরো ক্ষীরটাই দলের নাম না করে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে চলেছে বিজেপি। এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 13, 20 January - 26 January, 2024

উত্তরের আঙিনায়

শীতের মরসুমে ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড়

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর: শীত পড়তেই গড়দীঘি পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়ল পর্যটকদের ভিড়। উল্লেখ্য, প্রত্যেক বছরই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের গড়দীঘি পর্যটনকেন্দ্রে দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকদের আগমন ঘটে। এই বছরও শীতের মরশুমে অন্যথা হল না। উল্লেখ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম পরিবেশে গড়দীঘির পাশেই রয়েছে জলাশয়। প্রত্যেক বছর বছরের এই সময়টায় পরিযায়ী পাখিদের আগমন ঘটে জলাশয়ে। ফরেস্টের মাঝে বড় বড় কটেজ,এলে মনেই হতে পারে আপনি উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেড়াতে এসেছেন। পাশেই রয়েছে মহাভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শমী বৃক্ষ। লোকমুখে প্রচলিত, মহাভারতে অজ্ঞাতবাস থাকাকালীন পঞ্চপান্ডব এই গাছের কোটরেই তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। একদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের মনোরম দৃশ্য অপরদিকে মহাভারতের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে বহু বছর ধরেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা এবং ভিন রাজ্য থেকেও পর্যটকদের আগমন ঘটে। পিকনিকের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় এই বছর উপচে পড়ল। কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রত্যহ সদা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে হরিরামপুর থানার পুলিশ। এক কথায় বাড়তি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গরদীঘি পর্যটন কেন্দ্রকে। এখানে যেমন পিকনিকের জায়গায় রয়েছে পাশাপাশি ছোটদের খেলাধুলা সামগ্রী থেকে শুরু করে নাগরদোলা, নৌকো সহ সম্পূর্ণভাবে সেজে উঠেছে পিকনিকের মরশুমে গড়দীঘি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গড়দীঘিতে অনেকেই জানালেন, পর্যটন কেন্দ্রের সামগ্রিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গড়দীঘির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই জায়গায় এসে আমরা অত্যন্ত খুশি। একদিকে পিকনিকের আবহ, অপরদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে যেন উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে গড়দীঘি।

ডুয়ার্সে পিকনিক স্পটে বাড়ছে মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ডুয়ার্সের পর্যটন কেন্দ্রে চলতি মরশুম থেকেই দেখা যাচ্ছে পর্যটকদের ঢল। বিশেষ করে জানুয়ারি মাসের রবিবার গুলিতে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পিকনিক স্পট গুলিতে উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়। লাটাগুড়ি গরুমারা জলদাপাড়াতে রবিবার ও ছুটির দিনগুলোতে মানুষের ঢল নামছে। প্রসঙ্গত ডুয়ার্সের অন্যতম সেরা পিকনিক স্পট হল রক আইল্যান্ড। এই পিকনিক স্পট এর প্রতি মানুষের আগ্রহ। এই পিকনিক স্পট এর মূল আকর্ষণ হল নদীর মধ্যে বড় বড় পাথরের অবস্থান। আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অত্যন্ত মনোরম। তবে উল্লেখ্য এবার এই পিকনিক স্পটকে রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছে মেটেলি ব্লকের অন্তর্গত সামসিং লালিগুরাস পিকনিক স্পট। এই পিকনিক স্পট এর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে প্রচুর মানুষ সপ্তাহের রবিবার অথবা ছুটির দিনগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন। অনেকেই রক আইল্যান্ডের পরিবর্তে চলে যাচ্ছেন এই পিকনিক স্পটে। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ সবমিলিয়ে সকলের কাছে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই পিকনিক স্পট।

কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে শিলিগুড়ি বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মকর সংক্রান্তির পরের দিন মাঘ মাসের সূচনায় কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে শিলিগুড়ি। বিগত কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল।

দিনেরবেলায় কিছুটা উষ্ণতার আভাস মিল ছিল কিন্তু গতকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সাথে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ও পাল্লা দিয়ে পতন ঘটছে। এদিন সকাল থেকেই ছিল ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন গোটা শহর। বেলা বাড়লেও রোদের দেখা মেলেনি। সকাল থেকেই উত্তরে হাওয়া দাপট ছিল। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার খুব একটা ফারাক হয়নি। দিনের বেলাতেও আগুন পোহাতে দেখা গেছে অনেককেই। কনকনে ঠান্ডা হাত থেকে বাঁচতে অনেকেই দেখা যায় আগুন পোহাতে।

প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় খুব একটা লোকজন চোখে পড়েনি। দোকান বাজারগুলোতেও প্রায় জনশূন্য পরিস্থিতি। খুব

একটা প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের হননি বিশেষ কেউ। কথায় বলে মাঘে শীত বাঘের গায়ে, সেই শীত অনুভব করতে শিলিগুড়ি।

নতুনরূপে সেজে উঠল চৈতন্যনন্দ শিশু উদ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে ২১ নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগরে স্বামী চৈতনানন্দ শিশু উদ্যানটি নুতনভাবে নির্মাণ করা হয় গত ১৩ জানুয়ারি। উদ্যানটি উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের চেয়ারম্যান সেই প্রতুল চক্রবর্তী ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং ৩নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের উদ্যোগে উদ্যানটি ফের চালু হল। তিনি বলেন, এলাকার শিশুদের খেলার যেমন সুবিধা হল তেমনই এলাকার মানুষ এই উদ্যানটি নতুনভাবে পাওয়াতে খুশি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ জানুয়ারি – ২৬ জানুয়ারি ২০২৪

মেষ রাশি : কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যন্নতির সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার দরুণ সাংসারিক কাজকর্মে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা। দ্রব্য হারানো বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থিক উপার্জন হলেও অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে শুভ ফল লাভে বাধা জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মসূত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিভার বিকাশ। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে শ্রম সত্ত্বেও সুফল লাভে বিলম্ব। তীর্থে ভ্রমণ করার সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ৪৬ বার 'ওঁ ভাগবতে বাসুদেবায় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সাফল্যে বাধা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সমাজ সেবামূলক কর্মে সাফল্য। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। বিবাহে বাধা। মানসিক অবসাদের দরুণ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ দুর্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। হস্তশিল্প জাত দ্রব্যে শিল্পী সত্তার বিকাশ। ব্যবসায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ঙ্গম পাঠ করুন।

কন্য রাশি : আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোনও সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ বুধায় পাঠ করুন।

তুলা রাশি : সন্তানের লেখাপড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুজি বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করে সাফল্যের পথে অগ্রগতি। দেহের নিম্নাংশে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : 'ওঁ রাহবে নম' পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে উপার্জনের সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : শনিবার শনির যজ্ঞ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের কার্যকলাপে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। বিবাহে বাধা। আইনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু থেকে অব্যাহতি।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের গম দান করুন।

মকর রাশি : স্বজনের অনৈতিক কাজকর্মে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার ভিখারিদের দই–ভাত দিন।

কুম্ভ রাশি : প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার দরুণ কাজকর্ম ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের জন্য আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : ১১ বার ওঁ মন্তে নম জপ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যহতি এবং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তানের পড়াশোনায় আগ্রহ বৃদ্ধি। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : ১১ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

কাজের খবর

এয়ারফোর্সে অগ্নিবীরবায়ু

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি: ভারতীয় বায়ুসেনা 'অগ্নিপথ' স্কিমে 'অগ্নিবীরবায়ূ' পদে কয়েক হাজার জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। এই পদের ব্যাচ নম্বর: 01/2025. কারা কারা আবেদনের যোগ্য:

সায়েন্স শাখার জন্য: অঙ্ক, ফিজিক্স ও ইংরিজি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোটে অন্তত ৫০% নম্বর আর ইংরিজি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। পলিটেকনিক বা, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। তবে তাঁদের বেলায় মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিপ্লোমা কোর্সে ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ইংরিজি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে ২ বছরের ভোকেশনাল কোর্স পাশরা মোটে অন্তত ৫০% ও ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেযে. থাকলেও যোগ্য। উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর আর ইংরিজি বিষয়ে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

ইংরিজি বিষয় নিয়ে ভোকেশনাল কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% ও ইংরিজিতে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য।

সব ক্ষেত্রেই জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১–২০০৪ থেকে ২–৭–২০০৭'র মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫২.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি। ছেলেদের বেলায় বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৭৭ সেমি ও ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা দরকার। মেয়েদের বেলায় শুধুমাত্র বুকের ছাতি ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে প্রতি চোখে ৬/১২ যা প্রতি চোখে ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। ৬ মিটার দূর থেকে ফিসফিস শব্দ শোনায় দক্ষতা থাকতে হবে। এছাড়া ভালো দাঁতের পাটি ও ত্রুটিহীন স্বাস্থ্য থাকা দরকার। ফিটের অসুখ, সাইকিয়াট্রিক যন্ত্রণা থাকলে আবেদন করবেন না। মোট ৪ বছরের চাকরি। চাকরি হবে চুক্তিতে। শুরুতে ৬ মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন। প্রথম বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২১,০০০ টাকা। বাকি ৯,০০০ টাকা 'অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে' জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। দ্বিতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৩,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৩,১০০ টাকা। বাকি ৯,৯০০ টাকা 'অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে' জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,৯০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। তৃতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,৫০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পারেন ২৫,৫৫০ টাকা। বাকি ১০,৯৫০ টাকা 'অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে' জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১০,৯৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। চতুর্থ বছর মাইনে পাবেন মাসে ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৮,০০০ টাকা। বাকি ১২,০০০ টাকা 'অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে' জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১২,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। এছাড়াও অগ্নিবীরদের নন–কনট্রিবিউটরি স্কিমে ৪৮ লাখ টাকার জীবন বিমা করিয়ে দেওয়া হবে। মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা হলে প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। শরীরের ৭৫% ক্ষতি হলে ২৫ লাখ আর ৫০% ক্ষতি হলে ১৫ লাখ টাকা পাবেন। সেইসঙ্গে রিস্ক, হার্ডশিপ, রেশন, পোশাক, ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়াও বছরে ৩০ দিন ছুটি থাকবে। সেইসঙ্গে মেডিক্যাল লিভ–ও পাওয়া যাবে। ৪ বছর চাকরি করার পর ২৫% প্রার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছরের চাকরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা, অন্য র্যাঙ্কে। তখন রেগুলার কর্মীর মতো পেনশনও পাবেন। বাকি ৭৫% কর্মীকে 'অগ্নিবীর স্কিল সার্টিফিকেট' দিয়ে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তখন নিজের প্রাপ্য অগ্নিবীর করপাস ফান্ডের টাকা আর সরকারের দেওয়া করপাস ফান্ডের টাকা মিলিয়ে (সুদ–সহ) মোট প্রায় ১১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এককালীন (এই প্যাকেজের নাম দেওয়া হয়েছে 'সেবা নিধি') দেওয়া হবে যা, আয়করে ছাড় দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেট দিয়ে অন্য কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন কিংবা দ্বিতীয়বার কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবসা করতে ঋণ পেতে পারেন। কোনো গ্র্যাচুইটি ও পেনশন নেই। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা–খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে, ১৭ মার্চ বা, তারপর। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড প্রার্থীদের বেলায় ৬০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : ইংরিজি, ফিজিক্স ও অঙ্ক। নন–সায়েন্স প্রার্থীদের বেলায় ৪৫ মিনিটের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ইংরিজি, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। যাঁরা দু'টি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা দেবেন তাঁদের বেলায় ৮৫ নম্বরের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ে ও ইংরিজি, ফিজিক্স ও অঙ্ক, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস।

প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

প্রতিটি পেপারে যাঁরা কোয়ালিফাইং মার্কস পাবেন, তাঁদের সেদিন বা, তার পরের দিনই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায় ৭ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড় আর মেয়েদের বেলায় ৮ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়তে হবে। এছাড়াও ছেলেদের বেলায় ১০ বার পুশ আপ, ১০ বার সিট আপ ও ২০ বার স্কোয়াটস আর মেয়েদের বেলায় ১০ বার সিট আপ ও ১৫ বার স্কোয়াটস।

ওইদিন খেলার সরঞ্জাম আর এইচ.বি. পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, আঠা, স্টেপলার, কালো বা, নীল কালির বল পয়েন্ট পেন নিয়ে যাবেন। সফল হলে অ্যাডাপ্টাবিলিটি টেস্ট–। ও অ্যাডাপ্টাবিলিটি টেস্ট॥ হবে। তারপর গ্রুপ বা, ট্রেড টেস্ট আর মেডিক্যাল টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিন কান ও দাঁত পরিষ্কার করে যাবেন। মোট ২–৩ দিনের পরীক্ষা দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে যাবেন। থাকার ব্যবস্থা প্রার্থীরই।

সব পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে এয়ারমেন সিলেকশন সেন্টারে আগাম। বছর ১১ নভেম্বর। এছাড়াও জেলা শাসকের অফিসে ও এই ওয়েবসাইটে সফলদের তালিকা পাবেন https:// এই ওয়ে বসাই টে www.indianairforce.nic.in দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৭ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও নিচের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। (ক) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (১০) থেকে ৫০ কেবির মধ্যে) (ফটো তোলার সময় বুকের কাছে কালো স্লেটে নাম ও জন্ম–তারিখ লিখবেন), (খ) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন) (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (গ) সিগনেচার (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে), (ঘ) ১৮ বছরের নিচে বয়স হলে পিতা–মাতা বা, অভিভাবকের সই, (৩) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশীট। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫৫০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং–এ জমা দেবেন। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। কোনো অসুবিধা হলে ফোন করুন এই নম্বরে। 020–25503105/25503106.

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

নয়া রূপে করোনা

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

করোনার করুণা থেকে কি মানুষের মুক্তি নেই? মহামারীর কঠিন দিনগুলির আতঙ্ক থেকে যখন সবাই মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে তখন আবার করোনা নবরূপে খবরের শীর্ষে আসায় এক অনিশ্চয়তার কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে। বর্তমানে জে এন ১ এই ভ্যারিয়েন্টটি চিন, ইউকে, ইউএসএ এমনকী ভারতেও দেখা দিয়েছে।

তবে চিকিৎসকদের মতে নতুন ভ্যারিয়েন্ট জে এন ১ কে নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই। কারণ এখনো পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে সেই তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাসের এই ভ্যারিয়েন্ট এর মারণ ক্ষমতা একেবারেই কম।

তবে অত্যন্ত সংক্রামক হওয়ার কারণে এই ভ্যারিয়েন্টে একসঙ্গে অনেকের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এঁকে 'ভ্যারিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

করোনা সংক্রমনের প্রথম থেকেই আমরা করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের সাথে পরিচিত হয়েছি। ডেলটা, ওমিক্রন ইত্যাদি ভ্যারিয়েন্টের সাথে প্রত্যেকেরই সম্যক পরিচয় হয়েছে।

যে কোন ভাইরাসই তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ঘনঘন মিউটেশনের সাহায্যে রূপ পরিবর্তন করে। করোনা ভাইরাসও সেইরকমই তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে পরিবর্তিত হচ্ছে।

বর্তমান জেএন ১ ভেরিয়েন্টটি আসলে ওমিক্রনেরই এক উপকরণ বলা যেতে পারে। সাধারণত শীত পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রকম ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমনের ফলে সর্দি কাশি জ্বর প্রত্যেক ঘরে ঘরে হয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে

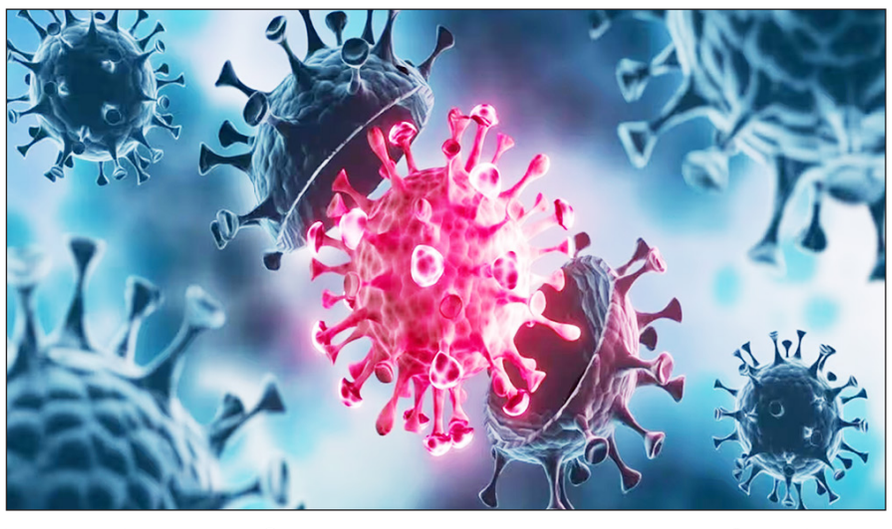

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মহামারী বিশ্বব্যাপী ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এবং তারপর ক্রমশঃ শক্তি হারাতে হারাতে সেই ভয়ানক ভাইরাস এখন সাধারণ ফ্লু রূপে রয়ে গেছে।

সেই রকম কোভিড ভাইরাসও বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হচ্ছে এবং ক্রমশ শক্তি হারাচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে প্রচলিত সমস্ত টিকার দ্বারা এই ভ্যারিয়েন্ট থেকে সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব।

তবে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজন হলে আমাদের আবার সেই পরীক্ষিত বিধিব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ভিড় এড়িয়ে চলা অর্থাৎ ফিজিক্যাল ডিসস্টান্সিং, মাস্কের এবং স্যানিটাইজার এর ব্যবহার, হাত ধোয়া ইত্যাদি।

অযথা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। কেউ কোভিডে আক্রান্ত হলে ৫ থেকে সাত দিনের আইসোলেশন এবং উপসর্গ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করা। শ্বাসকষ্ট বা অন্যান্য গুরুতর উপসর্গে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এবং প্রয়োজন হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। যে সমস্ত বয়স্ক লোকের বিভিন্ন কোমর্বিডিটি রয়েছে তাদের অবশ্যই অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। আতঙ্কিত নয় সতর্কিত হতে হবে।

শব্দবার্তা ২৮০

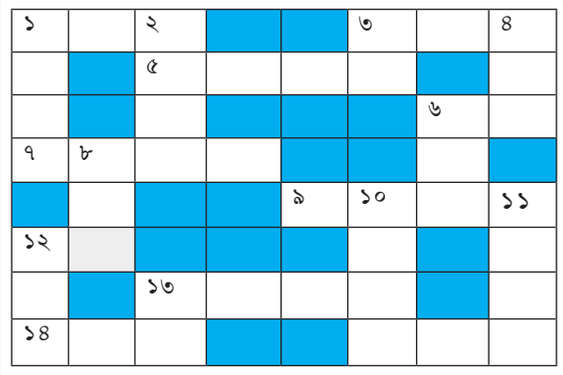

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিহ্বলতা , ভাবাবেগ ৩। জবাব ৫। ভাষান্তর, অনুবাদ ৬। এক বীরাঙ্গনা ৭। ব্রহ্মা ৯। বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী ১২। কক্ষ ১৩। অব্দ, সন ১৪। বাতিল ১৫। থেমে থেমে চলা।

উপর–নীচ

১। খনিজ ২। পদ্ম, কমল ৩। হিমালয় ও মেনকার কন্যা ৪। জিহ্বা ৬। মাতা, জননী ৮। এক রাশি ১০। যার রথ দশ দিকেই চলতে পারে ১১। রসপূর্ণ ১২। পারিবারিক, সকলের কাছে প্রকাশ্য নয় এমন ১৩। ঝাল বা কট, কন্দবিশেষ।

সমাধান : ২৭৯

পাশাপাশি : ২। জনসমাবেশ ৫। পত্তন ৬। রমজান ৮। বরং ৯। নাগাদ ১১। আত্মগত ১৩। রিকশা। ১৪। লোহার কার্তিক।

উপর–নীচ : ১। উপপ্লব ২। জনসংযোগ ৩। সমীর ৪। শমন ৭। মহানাগরিক ১০। দশশালা ১১। আঠালো ১২। তনিকা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

বাইক দুর্ঘটনা জখম ৩ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হল তিন যুবক। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া পঞ্চায়েত সংলগ্ন টুঁড়ি হাইস্কুল এলাকায়।গুরুতর জখম হয়েছে নুরউদ্দিন মোল্লা, হাফিজুল মোল্লা, সাহিল গাজী।জখম তিনজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন ওই তিন যুবক বাইক চালিয়ে টুঁড়ি থেকে শিমূলতলার দিকে ফিরছিল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে গিয়ে গুরুতর জখম হয় ওই তিন যুবক। স্থানীয়রা তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় আহত ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী হাইওয়ের পালবাড়ি ও চোরাডাকাতিয়া এলাকায়। দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন ৮ জন পর্যটক। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার চোরাডাকাতিয়া এলাকায় পর্যটকদের একটি মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়েছিল।একটি পণ্য বোঝাই ৪০৭ গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটকদের মারুতিতে ধাক্কা দেয়। উল্টে যায় মারুতি গাড়ি।অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা পায় সুন্দরবনে ঘুরতে আসা পাঁচজন পর্যটক। তাঁরা অল্পবিস্তর জখম হয়। অন্যদিকে বাসন্তীর পাল বাড়িতে সুন্দরবন থেকে আসা একটি পর্যটক বোঝাই ম্যাজিক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অপর একটি ম্যাজিক গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় তিনজন পর্যটক।পর্যটকদের অভিযোগ ওই গাড়িচালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

অটো উল্টে গুরুতর জখম বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটো উল্টে গুরুতর জখম হলেন সঞ্জয় দাস নামে এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ক্যানিং–বারুইপুর রোডের কুলারী এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে ক্যানিং থেকে অটোয় চেপে কুলারী গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন বৃদ্ধ সঞ্জয় দাস। রাতের অন্ধকারে ঘন কুয়াশার জেরে চলন্ত অটো রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটি মাটির ঢিবি'র উপর উঠে পড়ে। উল্টে যায় অটো। গুরুতর জখম হয় অটোযাত্রী ওই বৃদ্ধ। মুহূর্তে অটোচালক ওই বৃদ্ধকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই বৃদ্ধ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ছাদ থেকে পড়ে জখম শিশুকন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তী থানার অন্তর্গত ১০ নম্বর বড়িয়া এলাকায় বাড়ির একতলা ছাদ থেকে পড়ে বৃহস্পতিবার জখম হল এক শিশুকন্যা। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে শতরুপ সরদার নামে বছর পাঁচ বয়সের ওই শিশুকন্য বাড়ির ছাদে খেলছিল। আচমকা ছাদ থেকে নীচে পড়ে যায়। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেল আস্ত একটি ট্রাক।বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সুন্দরবন হাইস্কুল সংলগ্ন বাসন্তী–ঝড়খালি রোডে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন খড় বোঝাই একটি ট্রাক সুন্দরবন হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়েছিল।আচমকা রাস্তার পাশে বিদ্যুৎ বাহী তারের সংস্পর্শে ট্রাকে থাকা খড়ে আগুন লাগে।মুহূর্তে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।স্থানীয়রা আগুন আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে। তারা বাসন্তী থানায় ও ক্যানিং দমকলকে খবর দিলে। ঘটনাস্থলে হাজীর হয় বাসন্তী থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন।দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও খড় সহ গোটা ট্রাক পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বাইকের ধাক্কায় জখম সাইকেল চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হল এক সাইকেল চালক। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছে সুরজিত নস্কর নামে এক যুবক।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে স্থানীয় বাজার থেকে বাজার করে সাইকেল চালিয়ে চড়াবিদ্যার গ্রামের বাড়িতে ফিরছিল সুরজিত।রাতের অন্ধকারে দুরন্ত গতির এক বাইক চালক পিছন থেকে সজোরে তাকে সাইকেলে ধাক্কা মারলেসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। তার মাথায় আঘাত লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তার উপর পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। অন্যদিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে সুযোগ বুঝে অমানবিক বাইক চালক পালিয়ে যায়।স্থানীয় লোকজন ওই যুবকের কান্নার আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসে।রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। পরে ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও পরে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

চলন্ত অটোর চাকা খুলে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত অটোর সামনের চাকা খুলে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন ৪ যাত্রী। মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং–বারুইপুর রোডের ক্যানিং হাসপাতাল মোড়ে। গুরুতর জখম হয়েছেন অটো চালক সহ তিন যাত্রী শম্ভু হালদার, গোপাল নাইয়া ও সাইদুল সেখ। তাদের ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকালে একটি যাত্রীবাহী অটো বারুইপুর থেকে যাত্রী নিয়ে ক্যানিংয়ে ফিরছিল।সেই সময় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় আচমকা চলন্ত অটোর সামনের চাকা খুলে বেরিয়ে যায়।অটোটি রাস্তার পাশেই বেসামাল হয়ে পড়ে।

ক্যানিং লোকালের মহিলা কামরায় জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাউন ক্যানিং লোকালের মহিলা কামরায় নিত্যযাত্রীদের বেধড়ক মারধরে গুরুতর জখম হল দুই নাবালিকা যাত্রী।সোমবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার পিয়ালি স্টেশনে।গুরুতর জখম হয়েছেন চতুর্থ ও দশম শ্রেণীর দুই ছাত্রী। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা থানার অন্তর্গত শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর কামাক্ষাপুর গ্রামের বাসিন্দা চাঁদসুলতানা গাজী। নৈহাটীতে আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন।এদিন বিকালে বাড়িতে ফেরার জন্য ডাউন ক্যানিং লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরাতে চেপে বসেন চাঁদসুলতানা ও তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা।অভিযোগ সোনারপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই জনৈক দুই মহিলা যাত্রী দুই নাবালিকাকে সীট থেকে জোর করে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিবাদে সরব হন চাঁদসুলতানা গাজী ও তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা।অভিযোগ প্রতিবাদ করতেই অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে দুই নাবালিকাকে বেধড়ক মারধর করেন জনৈক নিত্যযাত্রী দুই মহিলা। গুরুতর জখম হয় দুই নাবালিকা। ট্রেনের অন্যান্য সঙ্গী যাত্রীরা জখম দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বারুইপুরের উত্তরভাগে একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। তারা বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে সোমবারের ঘটনা প্রসঙ্গে রেল পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, 'ট্রেনের কামরায় যে ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাড়িঘর পুড়ে ছাই সাহায্যের অপেক্ষায় ৪ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভয়াবহ এক অগ্নিকান্ডের ঘটনায় চারটি পরিবারের বাড়ি–ঘর,সমস্ত আসবাপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে মণ্ডল। পরিবারের চার সদস্য লক্ষণ, দিলীপ, মাধব, ভরত মণ্ডল। চার ভাইয়ের খড়ের ছাউনি দিয়ে মাটির ঘর। বৃহস্পতিবার রাতে মণ্ডল পরিবারের সদস্যরা রাতের খাওয়া সেরে যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আচমকা রাত প্রায় ১১টা নাগাদ লক্ষণ মণ্ডলের ঘরে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ ঘর থেকে কীভাবে বের হবেন ভেবে দিশাহারা হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরা কোন রকমে পরিবারের সদস্যদের ঘরের বাইরে বের করে প্রাণে বাঁচাতে সক্ষম হয়। এদিকে আগুনের লেলিহান শিখা একের পর এক ঘর গ্রাস করতে থাকে। প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে। তারা বালতি করে জল ঢেলে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। তবে আগুনের লেলিহান শিখার কাছে তারা কোনকিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। পর পর চারটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুক্রবার দুপুরে দেখা যায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে বাড়িঘর। তখনও আগুন রয়েছে, ধোঁয়া উঠছে।

কি ভাবে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো? সে বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য মেলেনি। তবে মন্ডল পরিবারের দাবী বিদ্যুতের শর্টসার্কিট হয়ে আগুন লাগেনি। কারণ যখন অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে তখন এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না। তবে কি এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পিছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে? এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ক্যানিং থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে মণ্ডল পরিবারের এক সদস্য লক্ষণ মণ্ডল জানিয়েছেন, রাতে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম। আচমকা গায়ের উপর আগুনের ফুলকি পড়ছিল। কোন রকমে পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে বের করতে সক্ষম হই। তাছাড়া ঘরের মধ্যে থাকা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি,আসবাবপত্র, পোশাকপরিচ্ছদ এবং চাল সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এমনকী রোজগারের ৬০ হাজার টাকা এবং ধান বিক্রি করে একলক্ষ টাকা ঘরের মধ্যে রাখাছিল। সেই টাকাও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট কিছুই নেই। সরকারি বা কোন বেসরকারি সংস্থা যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তবেই পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারবো।'

অন্যদিকে ঘরের মধ্যে আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে মণ্ডল পরিবার দুই বৃদ্ধা ঘুম থেকে উঠে কোন রকমে দৌড়ে প্রাণে বাঁচেন। বছর আশি বয়সের বৃদ্ধা মুঙ্গুলি মণ্ডল জানিয়েছেন, ঘুমাচ্ছিলাম আগুন লেগেছে দেখতে পাই। কোন রকমে ভাঙা পায়ে দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচি।' অন্যদিকে ত্রাণের জন্য খোলা আকাশের নীচে চাতকের মতো অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন মণ্ডল পরিবারের সদস্যরা। যদিও এমন ঘটনার পর শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থলে হাজীর হয়েছিলেন ইটখোলা পঞ্চায়েত প্রধান সুতপা নস্কর। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

হাসপাতালে চোরের উপদ্রব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতসকালে হাসপাতালের মধ্যে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। গত শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। উল্লেখ্য এই হাসপাতালে জেলার গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা, ক্যানিং, কুলতলি, বারুইপুর এমনকি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন। বিগত দিনে প্রতিনিয়ত হাসপাতাল চত্বর থেকে সাইকেল চুরি, রোগীর আত্মীয়দের ফোন, মানিব্যাগ চুরি সহ হাসপাতালের ভিতর থেকে শিশু চুরি, চিকিৎসক, নার্সদের মোবাইল ফোন চুরির মতো ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরদারীতে বেশকিছু হাসপাতালের ভিতর এবং বাইরে চুরির ঘটনা কমেই গিয়েছিল। কমেছিল চোরেদের দাপট। বর্তমানে আবারও সক্রিয় চোরেরা। জানা গিয়েছে, নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের রামামারী গ্রামের বাসিন্দা তানজিমা সেখ বিবি। শনিবার সকালে তাঁর ছেলের স্ত্রী রেশমা মন্ডল সেখ অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অভিযোগ চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালের মধ্যে বেড থেকে তাঁর মোবাইল ফোন, চার্জার এবং দুটি আধার কার্ড নিয়ে চম্পট দেয় চোর। একদিকে অসুস্থ বৌমা আর অপর দিকে চুরির ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন তানজিমা সেখ বিবি।

তানজিমার কথায়,বৌমা ডাইরিয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাই। ব্যাগের মধ্যে ওষুধপত্র, দুটি আধারকার্ড আর মোবাইল ফোন ছিল। সুযোগ বুঝে বেড থেকে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায় চোর।'

পুকুরে ডুবে মৃত্যু এক শিশুর

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর: শীতের দুপুরে বাড়ির সকলে ঠান্ডায় জুবুথবু বিশ্রাম নিচ্ছিল সেই সময় সবার অলক্ষে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল বছর আড়াইয়ের এক শিশুর। নাম নাবিল মিয়াঁ (২.৫)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত যাচি এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গঙ্গারামপুরের ঐ এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে খেলার সময় পরিবারের লোকজনের অলক্ষে বাড়ির পাশের পুকুরের জলে পড়ে যায় নাবিল। বেশ কিছু সময় পরে তার পরিবারের লোকজন ঐ শিশুকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরপর বাড়ির পাশের পুকুর থেকে তাকে ভেসে থাকতে দেখে পরিবারের লোকজন। এরপর তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা নাবিলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর সোমবার সকালে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে এসে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। বাড়ির পাশে পুকুরে ডুবে শিশু মৃত্যুর এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকাহত গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত যাচি এলাকা

বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে ম্যাটাডোর ঢুকল ডাক্তারখানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্রুতগতির ম্যাটাডোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটি ধাক্কা মেরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো ডাক্তার খানার মধ্যে।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন দুজন।বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত বাসন্তী হাইওয়ের ভাঙনখালি বাজারে।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন নিজাম সিপাই ও আব্দুল বারিক মিস্ত্রী।ঘটনার মুহূর্তে ম্যাটাডোর চালক পালিয়ে যায়।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়নগর থানার অধীন রাজাপুর–করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁটরা গ্রামে। আর এই আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দা জাকির মন্ডলের বাড়িতে। পরিবার সূত্রে খবর,এমনিতেই জাকিরদের সঙ্গে পারিবারিক শত্রুতা ছিল প্রতিবেশী কয়েক জনের জায়গা জমি নিয়ে বিবাদও চলছিল। মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে সপরিবারে ঘুমিয়ে পরে জাকির মণ্ডলদের বাড়ির লোকজন। রাত একটার পর তাদের ঘুম ভেঙে যায় আগুনের তাপে প্রতিবেশীরাই দেখতে পান যে মন্ডল বাড়িতে খড়ের চাল দাউ দাউ করে জ্বলছে।এরপর গ্রাম বাসীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং গ্রামবাসীরাই মন্ডল পরিবারের সঙ্গে হাত লাগায় জল দিয়ে আগুন নেভাতে।

হারিয়ে যাওয়া মহিলাকে পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মহিলাকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলেদিলেন পুলিশ প্রশাসন। পুলিশের এমন মানবিক কর্মযজ্ঞকে প্রশংসা করেছেন মহিলার পরিবার সহ এলাকার সাধারণ মানুষজন। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে এক বছর ২৪ বয়সের মহিলা উদ্ভ্রান্তের মতো বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন। এমন ঘটনা নজরে পড়ে স্থানীয় শীমূলতলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সঞ্জয় হাজরা ও এএসআই সত্যজিত রায়ের। তাঁরা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে বুঝতে পারেন ওই মহিলা মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন। পুলিশ তাঁর নাম ঠিকানা জানার চেষ্টা করেন। কোন কিছুই সঠিক উত্তর দিতে পারছিলো না ওই মহিলা। পুলিশও হাল ছাড়তে নারাজ। এরপর দূপুরে পুলিশ ক্যাম্পের তরফে ওই মহিলাকে পেটপুরে মাছ ভাত খাওয়ানো হয়।খাবার খাওয়ার পর ঠিকানা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। জানা যায়,ওই মহিলার নাম কণিকা ভুঁইয়া। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার মণিপুর পঞ্চায়েত এলাকায়।এরপর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শিমূলতলা পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশকর্মীরা ঠিকানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। অবশেষে শনিবার বিকাল নাগাদ উদ্ধার হয় ওই মহিলার পরিচয় ও ঠিকানা। পুলিশ জানতে পারে আদতে উত্তর ২৪ পরগনায় ওই মহিলার বাড়ি হলেও তাঁরা সোনারপুরের কালিকাপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। পুলিশের তরফে যোগাযোগ করা হয় কণিকার পরিবারের সদস্যদের সাথে। খবর পেয়েই রাতেই পুলিশ ক্যাম্পে হাজির হয় ওই মহিলার মা নমিতা ভুঁইয়া,দিদি টুম্পা মণ্ডল ও এক ছোট ভাই।শিমূলতলা ক্যাম্পের পুলিশ তাঁদের হাতে হারিয়ে যাওয়া কণিকাকে তুলে দেয়। হারিয়ে যাওয়া বোনকে পেয়ে খুশি টুম্পা। তিনি জানিয়েছেন, বোন কণিকা মাঝে মধ্যে চলে যেতো। এলাকার মধ্যেই থাকতো। সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসতো। শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিলাম। শনিবার থানায় নিখোঁজ অভিযোগ জানানোর জন্য বেরিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে পুলিশের তরফে ফোন পাই। এভাবে যে বোনকে ফিরে পাবো তা কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

লোড সেডিং চলছে বিলের টাকা বাড়ছে

শ্রীতীরন্দাজ

ভোগ করলে ভোগকারীকে ব্যয় বহন করতে হয়। কিন্তু কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর কেরামতিতে বিদ্যুৎ উপভোগ না করেই মহানগরীর মানুষকে গ্যাঁটের কড়ি খসাতে হচ্ছে। বহুদিন ধরে লোড সেডিং চলছে। সম্প্রতি লোড সেডিং আরও ব্যাপক আকারে হচ্ছে। সময়সূচির কোন বালাই এখন আর নেই। যখন তখন একটানা লোড সেডিং চলছে। কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ভোগকারী নাগরিকরা দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন খরচ না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিলে টাকার অঙ্ক বেড়ে চলেছে।

এ এক তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? মহানগরীর প্রতিটি গৃহস্থ ও ছোট ছোট কলকারখানার মালিকরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। জনমানসে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে এর পিছনে রয়েছে কারচুপি। কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের এই সন্দেহ নিরসন করবেন কি?

৮ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৪, ১২ই মাঘ, ১৩৮০, শনিবার।

ক্রাইম ডেস্ক

ডাম্পার ও অবৈধ কয়লা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ মহম্মদবাজার ব্লকের সালমা পেট্রোল পাম্পে কাছে অতিরিক্ত বালি বোঝাই দুটি ডাম্পার আটক করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ডাম্পার দুটির নং – WB57 F1595 এবং WB57E9114। বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বালি বোঝাই করছিল ডাম্পার দুটি। মহম্মদবাজার ব্লকের ময়ূরাক্ষী নদীর মৌলপুর ঘাট থেকে বালি তুলছিল ডাম্পার দুটি। আটক করা দুটি ডাম্পার মহম্মদবাজার থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৪ নং জাতীয় সড়কে চিনপাই ও দুবরাজপুর মাঝে সদাইপুর টোলগেটে চারটি সাইকেল থেকে প্রায় দশ কুইন্টাল অবৈধ কয়লা উদ্ধার করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। যার বাজারমূল্য প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। পাচারকারীরা সাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। ঘন কুয়াশায় বাড়ছে কয়লা পাচার দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

নার্সকে মারধর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার রাতে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এক কর্তব্যরত নার্সকে মারধর করার অভিযোগ উঠে রোগী আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত কৈলাস দলুইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জখম নার্স মৌমিতা কর্মকার সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিরাপত্তার দাবিতে সোমবার নার্সিং স্টাফরা বিক্ষোভ দেখায়। জখম মৌমিতা বলেন, ইঞ্জিকেশনের ঘাটতি ছিল বলায় লিফটার দিয়ে মারল। ধারালো ছিল না বলে রক্ত বেরোয়নি। বমি করেছি। সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ার রেখা দলুই বলেন, লোকের বাড়িতে কাজ করি। মাথায় গন্ডগোল আছে পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারিনি। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যআধিকারিক

সিউড়ি

হিমাদ্রী আড়ি বলেন, খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। কোনো সমস্যা হলে বসে আলোচনা করা যায়। কাউকে মারধর করা উচিত নয়। লিখিত অভিযোগ এলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ, গ্রেফতার ১

ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তি নিয়ে মারামারির ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের আন্ধারিয়া গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল গ্রামেরই নস্কর পরিবারের মধ্যে। এমনকি গ্রামের মোড়ল মাতব্বদের নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিশি সভাও হয়। এদিন রাতে আচমকা দুই পরিবারের মধ্যে তুমুল বচসা ও মারামারি বাধে। অভিযোগ সেই সময় লাল্টু, তপন, বিশ্বজিৎ ও স্বপন নস্কর'রা লাঠি লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে সুভাষ নস্কর। আরো অভিযোগ মারধরের পাশাপাশি বাড়িঘরও ভাঙচুর করা হয়। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় সুভাষ নস্কর। রাতেই তাকে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারিরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তের পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানা অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার রাতেই বিকাশ নস্কর নামে একজনকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

আদালতের নির্দেশে 'ঘরছাড়া'দের নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিলেন পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : আদালতের নির্দেশে পুলিশি ঘেরাটোপে 'ঘরছাড়া'দের নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিল জীবনতলা থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সদস্য তথা জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মুখপত্র স

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২০ জানুয়ারি – ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪

নেতাজি জ্যোতি–পথ দেখাক ভারতকে

একসময় বাংলার মাটি 'দুর্জয় ঘাঁটির দেওয়াল লিখন পরিচিত দৃশ্য ছিল। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্বপ্নের আগামী প্রজন্মের হাতে তাঁর 'ছাড়পত্র' দিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর প্রয়াণের পর প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের খবর কোনো সংবাদপত্র সেদিন ছাপে নি। রবিঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তি দেশবিদেশের সংবাদপত্রে হৈচৈ হবার পরেই তিনি বাঙালির কাছে মান্যতা পেয়েছেন। দুর্ভাগ্য বাঙালির দেশের মহামানবদের স্বীকৃতি মেলে বিলম্বে। আর সামাজিক মাধ্যমের যুগে নানা চিত্র তারকা গায়ক যত তাড়াতাড়ি সেলিব্রেটি, আইকন হন ঠিক তত তাড়াতাড়িই মানুষের মন থেকে মুছে যান তারা। রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক স্বার্থে লালিত, তৈরি করা মহাপুরুষ, মহামানব কখনও কখনও শাসক এর অনুসারি হলে পাঠ্য বইতেও কয়েক বছর থেকে যান শাসক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন ঘটনার উদাহরণ আছে।

২৩ জানুয়ারিতে কোনবারেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় ছুটি দিতে চায় না। শতবর্ষে মমতা ব্যানার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একবারই ব্যতিক্রম ঘটেছিল। নেতাজি নিয়ে প্রায় সব শাসকই প্রকাশ্যে কম বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও রাজনৈতিক স্তরে দলগত স্তরে, পাঠ্যে নেতাজির আদর্শ, তাঁর জীবনী চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন। বাংলা সহ হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে নেতাজির জন্মদিনকে ছুটি ও পালনের নির্দেশ থাকলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তারা নিশ্চুপ থাকেন। এবার অযোধ্যায় রামমন্দির এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস গুলিতে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করলেও নেতাজি জয়ন্তীতে অনীহা, যদিও গান্ধী জয়ন্তীর সর্বভারতীয় ছুটি চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

কেন্দ্র অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ব্যাপী প্রচার তুঙ্গে তুলেছে। রামজ্যোতি জ্বালানোর প্রচার চলছে। সারাদেশেই নেতাজি জয়ন্তী পালিত হলেও বাংলা সহ কয়েকটি রাজ্যে বিশেষ উৎসাহ সহকারে পালিত হয়। সেই সব রাজ্যে সুভাষ জ্যোতি বা নেতাজি জ্যোতি প্রজ্বলন করা হোক। নেতাজির সন্ধান এখনো যথাযথভাবে এদেশে নির্ধারণ করেনি কোনো শাসকই। সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। যেমনটা বর্তমানে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সশস্ত্র রাজনৈতিক দল যেদিন নেতাজির যথাযথ মূল্যায়ণে তৎপর হবে সেদিনই সাধারণ নাগরিকরা নেতাজি সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠবে। সেদিন রাজনীতির মানুষজনও 'ভোটার'দের কথা ভাববেন, যেমনটা এখনো ভাবেন মাঝে মধ্যে। সুভাষজ্যোতি পথ দেখাক ভারতবর্ষকে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আমি না হয় স্থূল শরীর পরিত্যাগ করে, বিশুদ্ধ চিত্তে চিতাকাশ স্থিত সেই গিরিগ্রামে যাব, কিন্তু আপনি সেখানে কিভাবে যাবেন? বাগ্‌দেবী বললেন, আমার শরীর আকাশময় শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় সুতরাং তা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপের প্রতিভাস এবং ব্রহ্মে শুদ্ধ সত্ত্বগুণময় সুতরাং তা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপের প্রতিভাস এবং ব্রহ্মে সংপৃক্ত। সুতরাং আমার পক্ষে এই আকাশসদৃশ শরীরে সর্বত্র গমনের কোন বাধা হয় না। কল্পনাজাত পর্বত পার্থিব পর্বতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না, অপার্থিব জ্ঞান পার্থিব জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত হয় না। এমন সূক্ষ্ম দেহ অপর সূক্ষ্ম শরীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে, তাই এক্ষেত্রে আমার কোন বাধা নেই। যদিও আমার শরীর এক অতিবাহিক দেহ, কিন্তু বহুকাল যাবৎ পার্তিব রোধে ব্যবহৃত হওয়ায় তা পার্থিবত্ব লাভ করেছে। চিন্ময় চিন্তা করা মাত্র তা আবার সূক্ষ্ম অতিবাহিকত্ব লাভ করে। তোমার বাসনাদি যখন ক্ষীণ হতে থাকবে, তখন তোমার দেহও পার্থিবত্ব অতিক্রম করে আতিবাহিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, সমাধি সাধনে আতিবাহিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, সমাধি সাধনে আতিবাহিক দেহ পরিপুষ্ট হলে এই স্থূল দেহ কি বিলুপ্ত হবে, বা ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হবে? বাগদেবী বললেন, যা নেই, তার আবার থাকা বা না থাকা। একটা রজ্জুকে সাপ ভাবা হল, যেই সেই ভ্রম ভাঙ্গল তখন সাপটা কোথায় গেল, এই প্রশ্ন অবান্তর। ঠিক তেমনই আতিবাহিক জ্ঞানের উদয়ে ভৌতিক বা পার্তিব জ্ঞান অন্তর্হিত হয়। ফলতঃ অসত্য শরীর যখন প্রকৃত অর্থে নেই, তার অবসান বা অবস্থান্তর নিতান্তই অমূলক। ব্রহ্মেই সমস্ত শরীরাদি অজ্ঞান এবং জ্ঞানের অবস্থান। তোমার সেই পরম জ্ঞান এখন হয়নি, তাই তা তুমি সেই সভ্য দেখতে পারছ না। লীলা বললেন, কাল ওদিক ইত্যাদিতে অসংপৃক্ত একমাত্র পরম তত্ত্বই আছেন, অন্য কিছু নেই, তাহলে কল্পনার স্থান কোথায়? বাগদেবী বললে, একতাল সোনায় অলঙ্কার নেই, তেমনই ব্রহ্মে কল্পনার কোন অবসর নেই, ব্রহ্ম অজ, অদ্বয় এবং শান্ত। যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছে, তা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র। লীলা বললেন– দেবি! পরম অদ্বৈতকে ভুলিয়ে দিয়ে কে আমাদের সুদীর্ঘকাল ধরে ঘুরিয়ে মারছে? বাগদেবী বললেন, নিজের অবিচার হতে সৃষ্ট মোহ জীবকে অন্ধ করে ঘুরিয়ে চলেছে, বিচার দ্বারাই সেই অবিচার–জাত মোহ ধ্বংস হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

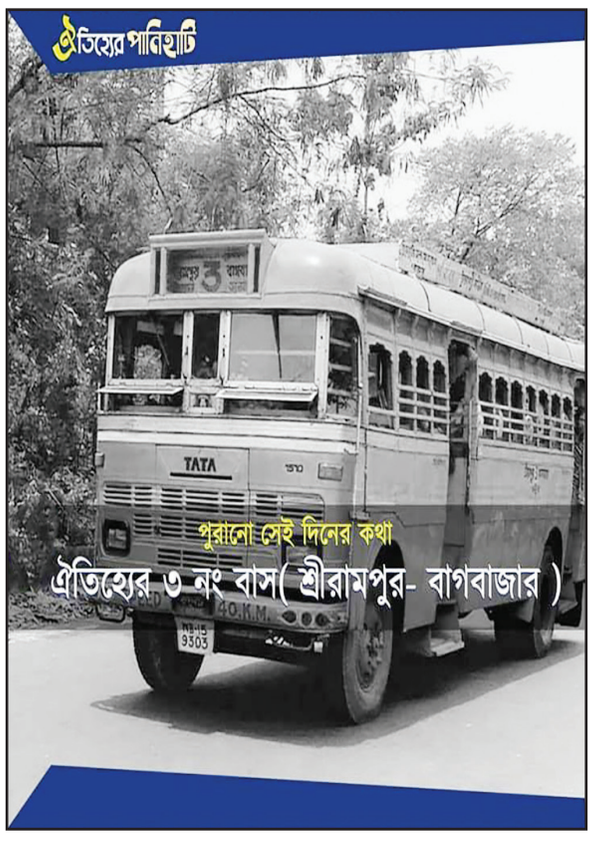

নেতাজি বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্তরে ভক্ত

নির্মল গোস্বামী

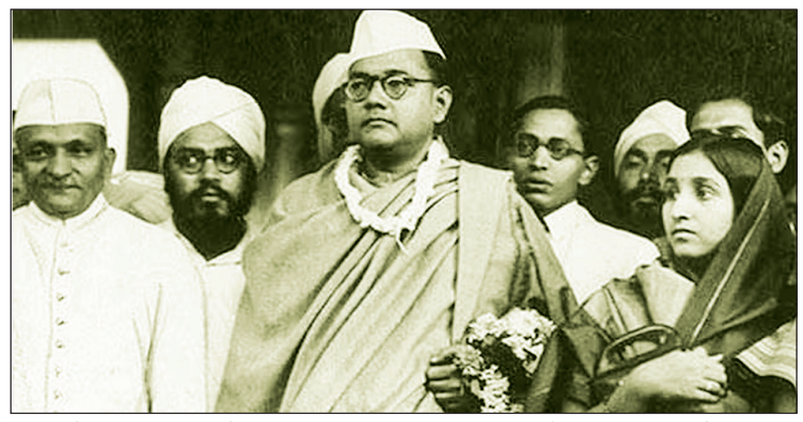

মানুষ অসীম শক্তির আধার। একথা আমাদের বিশ্বাস হয় যখন কোন কীর্তিমান মানুষকে আমরা চক্ষুষ করি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের বাড়িতে দেখা করতে গেছেন। তিনি বললেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শক্তি আছে। তবে শক্তির তারতম্য আছে। তোমার মধ্যে একটু বেশি পরিমাণে সেই শক্ত আছে। তাইতো তোমায় দেখতে এলুম নাহলে তোমার কি লেজ গজিয়েছে। ঠাকুর নরেনের মধ্যে সেই আত্মশক্তিকে জাগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যা শিবজ্ঞানে জীব সেবা কর। তারপরের ইতিহাস আমাদের জানা। স্বামীজী বলছেন যোগ দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। মানুষ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে পারে। এই যোগশক্তি বা আত্মশক্তি বিকশিত মানুষরাই মহামানব বা মহাপুরুষ রূপে বিবেচিত হন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও তেমনি এক আত্মশক্তিতে বলিয়ান মহামানব। সাধারণত ধর্ম জগত থেকেই মহামানবরা নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু সুভাষ আপাদমস্তক রাজনীতির লোক হয়েও এক যোগী পুরুষের কর্তব্যকর্ম করে গেছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি। গোলাবারুদ বন্দুক কামান নিয়েই সর্বদা নাড়াচাড়া, তবুও অন্তরে তিনি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। সৈন্য মারছে, সৈন্য মরছে। এযেন স্বাধীনতা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হচ্ছে দেব কর্ম গণ্য করে। ফলে দুঃখ নেই, ব্যথা নেই, অনুশোচনা নেই। যে যার স্বীকৃত কর্ম সম্পাদন করে চলে যাচ্ছে।

ইংরেজ শাসকদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি যেভাবে এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে ছুটে বেরিয়েছে তা মানুষের অসাধ্য কাজ। তিনি পেরেছিলেন কারণ নিজের আত্মশক্তিতে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। এই আত্মশক্তির বিকাশ কবে কোথায় কীভাবে ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা সেভাবে পাওয়া যায় না। তিনি তত্ত্বগতভাবে স্বামীজীর আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। স্বামীজী রচনাই তাঁকে দেশ সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল– ঠিক যেন কলিযুগের একলব্য। আর জানা যায় যে তিনি এবং কাজী নজরুল দুজনে তৎকালীন গৃহী যোগী শ্রীবরদা চরণ মজুমদারের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে ছিলে। হয় তো বা সেখান থেকেই যোগ ক্রিয়া শিক্ষা নিয়ে যোগ অভ্যাস করতেন গোপনে। সেই যোগ শক্তিতেই তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

স্বামীজী আমেরিকার ভক্তদের একবার বলেছিলেন যে আমাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় জ্ঞানী। কিন্তু অন্তরে আমি একজন ভক্ত। আর ওই যে বুড়োটা (রামকৃষ্ণ) ওকে বাইরে ভক্ত মনে হলেও অন্তরে ওঁর জ্ঞান টনটনে। ঠিক এইভাবে আমাদের সুভাষ সম্পর্কে বলা যায় যে বাইরে বিপ্লবী যোদ্ধা কিন্তু অন্তরে একনিষ্ঠ ভক্ত। শোনা যায় গৃহত্যাগের আগের দিন এক ভাইঝিকে দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো পাঠিয়েছিলেন। এবং সেই পূজার প্রসাদী ফুল সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

মানুষের অধ্যাত্মশক্তি জাগরিত হলে তবেই সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার কথায় মানুষ জীবন দান করতেও পিছপা হন না। নেতাজিকে মানুষ কী চোখে দেখতো তার হাজার উদাহরণ আছে। আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিটা ফৌজ দেবতার মতো দেখতেন নেতাজিকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ। প্রবাসী ভারতীয়রা নেতাজিকে ওই জীবন্ত দেবতা রূপেই জ্ঞান করত। তার একটা ছবি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সেটা ছিল রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম জনসভা। প্রায় ৬০ হাজার লোকের সভাবেশ। মঞ্চে রেঙ্গুনের গণ্যমান্য ব্যবসায়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত। নেতাজি মঞ্চে এলেন। তাঁর গলায় এক বিশাল গোলাপের মালা পরিয়ে দেওয়া হল। মালাটা চেয়ারের উপর রেখে তিনি মাইক্রোফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। প্রায় দুঘণ্টা ধরে তিনি তাঁর কর্ম পরিকল্পনার কথা বোঝালেন এবং জনতা মন্ত্রমুগ্ধের তা শুনল। তুমুল হাততালি সেই সঙ্গে নেতাজি জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ সরকার জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হল বাতাস। নেতাজি চেয়ারে রাখা ফুলের মালাটি হাতে তুলে নিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন– বন্ধুগণ আমি জানি এ মালা দুদিন পরে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু একটা জিনিস শুকাবে না, তা হল আপনাদের হৃদয়ের প্রীতিও শুভেচ্ছা। শুধু ফুলের মালা হিসাবে এর কোনও মূল্যই নেই, কিন্তু যদি আপনাদের হৃদয়ের স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতীক হয় এই মালা–তাই এর মূল্য অসীম। এ মালা অমূল্য। আজ আমি এই মালাকে নিলাম করতে চাই। এই নিলাম থেকে যে অর্থ আয় হবে সেটাই হবে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অর্থভাণ্ডারে প্রথম দান।

এই কথা শুনে জনতার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। কে কিনবে এই মালা। করিম ভাই? হাবিব ভাই? গণি? আদমজী? জয়সওয়াল? এরা সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কত দর উঠতে পারে। পাঁচ হাজার, দশ হাজার? পঞ্চাশ হাজার? হঠাৎ ভিড় ঠেলে বছর তিরিশের এক শিখ যুবক একবারে সিড়ির মুখে চলে এলেন এবং চিৎকার করে বললেন, 'নেতাজী ম্যায় খরিদুঙ্গা আপকা ইয়ে মালা। ম্যায় এক লাখ ডলার দেনে কো তৈয়ার হুঁ।' সকলেই চমকে উঠল, লোকটা বলে কী? এই শিখ যুবকের নাম হরগোবিন্দ। সেই সভায় ছিলেন আর এক পাগল শেঠ ব্রিজনাথ জয়সওয়ালজী। তিনিও ধনকুবের। বহু দেশে তার ব্যবসার ডালপালা ছড়ানো। দুজনের মধ্যে শুরু হল নিলাম ডাক। হরগোবিন্দ আর ব্রিজলালের মধ্যে ব্যবসায়িক রেষারেষি ছিল। তাই কেউ কারো কাছে হারতে চাইল না। দাম ক্রমশঃ চড়ছে। অবশেষে ব্রিজলাল ৬ লাখ ৯০ হাজার চলার দাম হেঁকে চেয়ারে বসে পড়েছে। জনতা ভাবছে মালাটা এবার ব্রিজলালের গলাতেই ঝুলবে। সবাই জয়জয়কার করবে ব্রিজলালের আর সকলেই জানবে ব্যাঙ্ককের শ্রেষ্ঠ ধনী কে? এদিকে হরগোবিন্দ থর থর কাঁপছে। চোখে জলের ধারা গলায়, আটকে আছে কান্না তিনি ধরা গলায় নেতাজিকে বললেন, 'নেতাজি সিঙ্গাপুর মে মেরা দো মকান হ্যায়, আপনা গ্যারেজ মে আট টো ট্রাক হ্যায়। ওর ব্যাঙ্ক মে ভি তিন চার লাখ ডলার হোঙ্গে, কুল মিলাকর সাত লাখ ডলার করিব হো সাকতা। ইয়ে সব ম্যায় আপকি আজাদ হিন্দ কা নাম পর লিখ দে রহা হু, ইসকে বদলে মেহেরবাণী স্রিফ ইয়ে মালা মুঝকো দে দিজিয়ে।' নেতাজি এই কথা শুনে হরগোবিন্দের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নেতাজি হরগোবিন্দের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। হরগোবিন্দ বললেন, আপনার গলার মালা আমার গলায় শোভা পায় না। আমার হাতে দিন নেতাজি। হরগোবিন্দ বললেন, আপনার কাছে আমার আর এক আবেদন আছে। আমাকে আপনার পায়ে ঠাঁই দিন। নেতাজি আবেদন মঞ্জুর করে হরগোবিন্দকে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যুক্ত করে নিলেন। যাকে দেখে মানুষ এমন পাগল হয়ে উঠতে পারে তিনি সাধারণ মানুষ নন। দেবদূত বললেও অত্যুক্তি করা হবে। অন্তরে মায়ের ভক্ত নেতাজিকে মা'ই দান করেছিলেন এই সম্মোহনী শক্তি। নেতাজি আপাদমস্তক একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁকে একজন সেরা সাধকের স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশের শাসকরা আজ তাঁকে শত্রু ঘোষণা করে, সত্য জানতে না দিয়ে নিজেদের লজ্জাজনক পরাজয় ঢাকতে চাইছে।

ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন

সুভাষ চন্দ্র দাশ

সপ্তাহের বাছাই

ভেবে দেখা একান্ত ভাবে প্রয়োজন! এমন কথা নব্বই শতাংশ মানুষের ভালো না লাগলেও ভেবে দেখলে দেশ ও দশের উন্নতি সাধন সম্ভব। আর তা না হলে দেশ রসাতলে যাবে! এক শ্রেণীর মানুষ সমস্ত কিছুই গ্রাস করবে। ঘরে ঘরে তৈরি হবে বীরাপ্পন, ফুলনদেবী, এমন কি সেখ সাজাহান যারা কিছু মানুষের কাছে গরীবের 'ভগবান' হয়ে উঠবে।

প্রথমে ধরা যাক রাজনীতির কথা। বর্তমানে রাজনীতি হয়ে উঠেছে এক বিনা পুঁজির কারবার। যেখানে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। কোন নির্বাচনে একজন ব্যক্তি যখন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তখন তাঁকে প্রথমেই স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হয়।পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে সেই জন প্রতিনিধির স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত বাড়লো বা কত কমলো তার কোন হিসাব কিন্তু নেওয়া হয় না। বরং এ কথা ধ্রুব সত্য যে, রাজনীতির সাথে জড়িত কোন ব্যক্তির আজও অবধি সম্পত্তির পরিমাণ কমেনি। বরং দিনের পর দিন তার বহর বেড়েছে। সেই সম্পদ বাড়ার উৎসই বা কি? এমন প্রশ্ন থাকলেও তার কোন উত্তর নেই। বরং অর্থনৈতিক অহংকারে ওই ব্যক্তি হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী। বাড়তে থাকে অত্যাচার। আর মুখে মুখে ঘুরপাক খায় সমাজসেবী, গরীবের ভগবান। বাস্তবে দেখা যায় ১০ জনের কাছে ওই ব্যক্তি ভগবান আর ৯০ জনের কাছে ত্রাস!!

এবার একটু প্রশাসনে ঢুকে পড়া যাক,প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। তবে এই সমস্ত শিক্ষিত প্রশাসনের মাথায় থাকে অশিক্ষিতদের দল।নতমস্তকে কাজ করে শিক্ষিত প্রশাসন। শিরদাঁড়া ভেঙে যায় অশিক্ষিতদের কাছ থেকে 'প্রসাদ' পেয়ে। জনগণের জন্য যে কাজ করতে এক সপ্তাহ সময় লাগার কথা দুবছর সময় অতিক্রম হলেও কিছুই হয় না। অন্যদিকে দুষ্কৃতি তার দুষ্কর্মের জন্য যদি ধরাও পড়ে তাহলে তার বিচার হয় যুগ যুগ ধরে। শুনতে হয় আপ্তবাক্য 'তদন্ত চলছে'।

মানুষের মৌলিক অধিকার খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সর্বত্র এই 'ত্রাস' ভগবানদের দাপাদাপি। প্রশাসনের মাথায় থাকা কিছু রাজনীতিক ও একেবারে তলায় থাকা কিছু গরিব মানুষকে উচ্ছিষ্ট দিয়ে টাকার পাহাড় বানাচ্ছে, জনপ্রতিনিধি হচ্ছে, ধরা পড়ছে, জামিন পাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। মরে গেলে সম্মান পাচ্ছে। আর যদি গরাদের পিছনে থাকে তাহলেও সমর্থন পাচ্ছে, পদ পাচ্ছে। তদন্ত লাট খাওয়াচ্ছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষিত যারা তারা যোগ্য হয়েও ফিরে না পেয়ে শুধু রাজনীতি করে না বলে মনোবল হারাচ্ছে। ভাবছে পড়াশুনোটা না করে রাজনৈতিক দাদাদের পদলেহন করলেই ভালো হত। এভাবে মার খেতে হত না। ফুলে ফেঁপে উঠতে সময় লাগত না। অর্থাৎ শিক্ষা, আদর্শ চলে যাচ্ছে পিছনের সারিতে। রাজনীতির আস্ফালন, দাদাগিরি উঠে আসছে সামনের সারিতে।

এবার আসা যাক সরকারি প্রকল্পের কথায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভুরি ভুরি প্রকল্প রচনা করে প্রমাণ করেছে যত প্রকল্প তত চুরি, তত হয়রানি মানুষের। পাঁচ বছরে প্রকল্প থেকেই রাজনীতিকদের যা আয় হয় তাতেই চলে যাবে সারাজীবন, এমনকি দু–তিন পুরুষেরও।

এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবী থেকে সমাজকর্মী কারোর কিছুই বলার নেই। সকলেই অপেক্ষা করছে আরও কত সাহজাহান তৈরি হয় তা গোনার জন্য। এখনও হয়তো কিছুটা সময় আছে। ভেবে দেখুন।

দেশ দেশান্তরে

ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা পাকিস্তানের

সুমন্ত ভৌমিক

ইরানের হামলার বিপরীতে প্রতিশোধমূলক পাল্টা হামলা পাকিস্তানের। বৃহস্পতিবার ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আস্তানা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এতে বেশ কয়েকজন নিহত হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এই অভিযানে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসীর নিহত হবার কথা বলা হয়েছে। কয়েক দিন আগে পাকিস্তানের আকাশসীমানায় ইরানের হামলার ফলে দুই শিশু নিহত সহ আরও তিন জন আহতের কথা জানা গেছে। সেই সময়েই পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় আকাশসীমা লঙ্ঘন এবং ভূখণ্ডে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল এবং তার সার্বভৌমত্বের ওপর এই আঘাত অগ্রহণযোগ্য এবং এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে বলে জানিয়েছিল। পাকিস্তান বহু বছর ধরে ইরানকে সন্ত্রাসীদের আস্তানার কথা জানিয়ে আসছে কিন্তু পাকিস্তান এই সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি এবং কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ বেশ কিছু দলিল শেয়ার করেছে বলে বলা হয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতিতে।

ইরানের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করার কথা উল্লেখ করে বিবৃতিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আজকের পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের নিজস্ব নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখা। এক্ষেত্রে কোন

আপস করা হবে না বলেও জানান হয়েছে। ইরানি জনগণের প্রতি পাকিস্তানের জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদসহ অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা সবসময় সংলাপ ও সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও যৌথ সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। পাকিস্তানের দাবির পর ইরানি গণমাধ্যমেও এই হামলার কথা এবং তাতে বেসামরিক হতাহতের কথা উঠে এসেছে।

ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তানের ডেপুটি সিকিউরিটি গভর্নর বলেছেন যে সারাওয়ানে বিস্ফোরণে তিন নারী ও চার শিশু নিহত হয়েছে। ইরানের সরকারি বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সিস্তান–বেলুচিস্তানের ডেপুটি গভর্নর জেনারেল আলী রেজা মারহামাতি বলেছেন ইরানের একটি সীমান্তবর্তী গ্রামে স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ৫মিনিটে হামলাটি চালানো হয়। নিহত ৭ জনের ইরানি নাগরিকত্ব ছিল না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আগে ইরান পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে মঙ্গলবারের মিসাইল ও ড্রোন হামলার কথা স্বীকার করেছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল জইশ আল আদলি জঙ্গি গ্রুপ। তিনি এদের পাকিস্তানে ইরানিয়ান জঙ্গি গ্রুপ নামে অভিহিত করেন। এর ফলস্বরূপ পাকিস্তান সরকার ইরান থেকে তার রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করেছে এবং তেহরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেও ফিরে যেতে বাধা দিয়েছে। যদিও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান, দাভোসে এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলেছেন, কোনো পাকিস্তানি নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি, শুধু জইশ আল আদল এর সদস্যদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র পাকিস্তানের মাটিতে ইরানিয়ান জঙ্গিদের লক্ষ্যবস্তু করেছি।

চীন বুধবার পাকিস্তান এবং ইরানকে সংযম এবং যেসব কাজ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় তা পরিহার করতে আহবান জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, বেইজিং এসব দেশগুলোকে নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে দেখে।

দুই সপ্তাহ আগে ইসলামী বিপ্লবের পর ইরান এর সবচেয়ে খারাপ অভ্যন্তরীণ হামলার শিকার হয়েছিলো। হামলাটি হয়েছিলো ইউএস এসাসিনেশনে ইরানের কুখ্যাত বিপ্লবী গার্ড জেনারেল কাসেম সোলেইমানিকে হত্যার পর কারমানে একটি অনুষ্ঠানে। দুটি বোমা হামলায় ৮৪ জন নিহত হয়েছিল। ইরান বলেছে, তারা ইসলামিক স্টেট এবং ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার ঘাঁটিকে টার্গেট করেছে যারা উভয়েই কারমান বোমা হামলায় জড়িত ছিল। কিন্তু তার পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিবেশী পাকিস্তানকে হামলা করা একটি নাটকীয় পরিস্থিতি। এ ঘটনায় পাকিস্তান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগের বেশ কয়েকটি চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও এই হামলা হয়েছে।

ড্রোন হামলা, ছুটল নৌবাহিনী

আবার ড্রোন হামলার কবলে পড়ে পণ্যবাহী জাহাজ এমভি জেনকো পিকার্ডি। হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ থেকে সাহায্যের ডাক আসে। খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত জাহাজটিকে সাহায্য করতে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তনম। জলদস্যুদের দমনে, এডেন উপসাগরের ওই এলাকায় মোতায়েন ছিল নৌবাহিনী।

জানা গিয়েছে, এই অভিযানে নেমে ৯ ভারতীয় সহ মোট ২২ জনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। বুধবার রাত ১১টা ১১মিনিট নাগাদ ড্রোন হামলা করা হয় ওই জাহাজটিতে। মনে করা হচ্ছে, এই হামলার পিছনে ইয়েমেনের হাউথিদের হাত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালেই এমভি জেনকো পিকার্ডিতে গিয়েছেন নৌবাহিনীর ইওডি বিশেষজ্ঞরা। হামলায় জাহাজটির কী কী ক্ষতি হয়েছে তারা তা খতিয়ে দেখেন। তারা যখন নিশ্চিত হন যে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যবাহী জাহাজটির রওনা হতে আর সমস্যা নেই তখনই তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তবে বুধবারের এই হামলার পিছনে কারা রয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে লোহিত সাগর। সেখানে একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজে মিসাইল ছুড়ছে হাউথিরা। সেই কারনে এডেন উপসাগরে হামলার নেপথ্যে হাউথিরা রয়েছে কি না তা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন। আইএনএস বিশাখাপত্তনমের কাছে মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ থেকে সকলকে নিরাপদে উদ্ধার করা। আর তা করতে সফল হয়েছে নৌবাহিনী। বৃহস্পতিবার ভারতীয় নৌবাহিনী সূত্রে একথা জানানো হয়েছে।

পাঠকের কলমে

কাটোয়া, দাঁইহাটে কৌশলে পুকুর চুরি চলছেই

রাজনৈতিক মদত এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে রাজ্যজুড়ে পুকুর সহ জলাভূমি ভরাটের রমরমা কারবার চলছে। পূর্ব বর্ধমান জেলাও এই অপকর্মের বাইরে নেই। এই জেলার কাটোয়া, দাঁইহাট পুরশহরেও কৌশলে পুকুর চুরির কাজ চলছে।কোথাও ধীরে ধীরে মাটি ফেলে পুকুর বোজানো হচ্ছে তো কোথাও একটু একটু করে পাড় ঘিরে পুকুর দখল হয়ে যাচ্ছে। এরপর একসময় সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা মাসলম্যানদের সহায়তায় রাতারাতি মাটি ফেলে পুকুর দখলের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করতে পারলেই কেল্লাফতে। এরই পাশাপাশি এখন পুকুর সংস্কার না করার ব্যাপারটাও বেশ নজর কাড়ছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না করলে যেকোনও আবদ্ধ জলাশয় কালের নিয়মে ক্রমশ মজে যেতে থাকে। একসময় সেই পুকুর ব্যবহারের অনুপযুক্তও হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে সুযোগমতো বুজিয়ে ফেলে তারপর সমতল জায়গারূপে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কাটোয়া এবং দাঁইহাট শহরে এভাবেই একের পর এক পুকুর বিগত কয়েক বছরের মধ্যেই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে।কাটোয়া শহরে ১১ নং ওয়ার্ডের চৌরঙ্গী এলাকায় শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মুর্তির উল্টোদিকের মার্কেটের পিছনে একটি বিশাল পুকুর(রাস্তা থেকে আগে দেখা যেত) এভাবেই মজে যাওয়ার মুখে।ইতিমধ্যেই চারিদিকের পাড় ঘিরে অসংখ্য দোকানপাট, বাড়িঘর গড়ে ওঠায় পুকুরের আয়তন অত্যন্ত ছোট হয়ে পড়ে

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চারটি কলেজের মধ্যে বি বি আই টি অন্যতম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজের বিবিআইটি কলেজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যতম কলেজের শিরোপা পেল। কম্পিউটার সায়েন্সে এই কলেজের ৬ জন ছাত্র–ছাত্রী খুব ভালো র‍্যাঙ্ক করেছে। দেশের অন্যতম চারটি কলেজের মধ্যে বিবিআইটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চার ছাত্র ছাত্রী হলেন চিত্রা দে, সোহম পট্টনায়ক, দেবায়ন পাত্র, জয় সরকার, নেহারানি ধারা, দেবায়ন মুখার্জি। গত ১১ জানুয়ারি কলেজের অডিটোরিয়ামে এই কৃতি ছয় ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষজন। এদিন শ্যামলাল গুপ্তা, রাজদেই গুপ্তা ও গুলাবিবালা দেবীর মূর্তি উন্মোচন করা হয়। মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল কলেজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা বলেন ছাত্র–ছাত্রীদের উন্নত মানের শিক্ষা প্রদান করাই কলেজের মূল লক্ষ্য।

সাগরে শ্রীচৈতন্য গীতা প্রচার সমিতির মানবিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন মানবিক ও প্রচার মূলক কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিল শ্রী চৈতন্য গীতা প্রচার সমিতি। গত ১২ জানুয়ারি সাগর প্রবচনের মঞ্চে তারা সনাতন হিন্দু ধর্মের মাহাত্মকে তুলে ধরেন বিভিন্ন সংকীর্তন ও ভাষণের মাধ্যমে। এছাড়াও সাগর মেলার চার নম্বর রাস্তার ডান দিকে সমিতির পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় বিনামূল্যে। প্রতিদিনই বিভিন্ন তীর্থযাত্রীরা এখানে বিনামূল্যে খাদ্য পেয়েছেন। এছাড়াও শীতবস্ত্র প্রদান করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। সংগঠনের সম্পাদক ডাক্তার রেখা ভট্টাচার্য জানালেন, আমাদের সাধ্য সীমিত, তবুও তারই মধ্যে তীর্থযাত্রীদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। আমরা নিমিত্ত মাত্র। তিনি যেমন চালাবেন তেমনি আমরা চলবো। তাঁর প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে আমাদের কর্ম করে যেতে হবে। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ অঞ্জনা মন্ডল সদা তৎপর থেকেছেন এই মহতি উদ্যোগের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁদের কলকাতার যে দপ্তর আছে সংগঠনে সেখানেও দুঃস্থ মানুষদের জন্য চেরিটেবল চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

বাহক সম্প্রদায়ের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালি থানার অন্তর্গত বাওয়ালীর কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বাহক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে হয়ে গেল রক্তদান শিবির। সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য উত্তম রায়ের স্ত্রী প্রয়াতা কৃষ্ণা রায়ের স্মরণে এই রক্তদান শিবির। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বজবজ দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি রুনা দা সাঁতরা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ তরুণ রায় বাসুদেব কাবড়ি সাংবাদিক কুনাল মালিক নোদাখালি থানার এসআই রাহুল মন্ডল সহ বিভিন্ন বিশিষ্টজন। পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় ৪৫ জন রক্ত দান করেন। সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন বাহক সম্প্রদায় নাট্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার পাশাপাশি সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সকলে এগিয়ে এসে এই রক্তদান শিবিরকে সফল করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রাজ্য প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে ছাত্র–শিক্ষক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে জীবনতলার রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে গত সোমবার একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয় এই কর্মশালার। মূলত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কিভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে,তার ভালো ও খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অনুপ কুমার মাঝি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর ইন কলেজ'স দেবাশীষ বিশ্বাস, অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডঃ শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা।

এদিন দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি শুধুমাত্র স্কুল বা কলেজে পড়াশোনার জন্য নয়। সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ হাতে–কলমে শেখানো হবে। যে ছাত্র বা ছাত্রী যে বিষয়ে পারদর্শীতাকে সেই বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে।'

উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে চাইছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলিতে সেই নীতি প্রয়োগও করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষক এবং ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে। আর এই ধোঁয়াশা কাটাতেই বিভিন্ন কলেজে কলেজে আয়োজন করা হচ্ছে নতুন শিক্ষানীতি বিষয়ক কর্মশালার। রাজ্যে প্রথম অনুষ্ঠিত হল জীবনতলার রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ে।

কেন্দুলির জয়দেব মেলা

প্রথম পাতার পর

বললেন চার্ট যখন রয়েছে তাহলে ঠিক হতেও পারে। তবে আমি ঠিক জানি না, স্থানীয় অফিসারদের ডাকছি, অপেক্ষা করুন। যদিও বহুক্ষন অপেক্ষা করেও কোনও অফিসারের দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত পাড়ি দিতে হয় মেলার দিকে। সেখানে কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত প্রধান বা জয়দেব গেস্ট হাউসে গিয়ে বিডিও কাউকেই পাওয়া যায় নি। এমনকি মেলায় গাড়ি পার্কিং করতেও কোনো টিকিট লাগে নি।

এর আগে অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর বীরভূম জুড়ে বহু অবৈধ টোল আদায়ের হদিশ মিলেছিল। এবার মিলল একটি ঐতিহাসিক মেলায় দাদাগিরির দেখা। মেলায় আগতদের প্রশ্ন এভাবে আর কতদিন চলবে। আবার অনেকের মতে এই জমামায় বোধহয় এর থেকে মুক্তি নেই।

শ্রীরামচন্দ্রের ছায়া দীর্ঘতর

প্রথম পাতার পর

ভাবটা এমন যেন তারাই রামের প্রকৃত প্রতিনিধি। অন্যরা সবাই রাম বিরোধী। সামনে লোকসভা নির্বাচন আর এই ভোটে শ্রীরামচন্দ্র যে একটা বড়ো ফ্যাক্টর হতে চলেছেন তা বুঝতে বিশাল রাজনীতিবিদ হওয়ার দরকার নেই। ২২ জানুয়ারির পর ভারতীয় রাজনীতির চিত্রটা কী আকার ধারণ করে সেটাই এখন সব থেকে বড়ো কৌতূহলের বিষয়। কারণ রাজনীতিবিদদের পিছনে ফেলে ইতিমধ্যেই দেশের সমস্ত রাজ্য থেকে সাধারণ মানুষ অযোধ্যায় যেতে শুরু করেছেন। যারা যেতে পারছেন না তারা সকলেই নিজেদের রাজ্যে বাড়িতে দীপাবলি উৎসব পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ফলে রাজনীতিকরা নয় ভারতের রাজনীতিতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধি আসলে ভারতের জনগণ। রাজনীতিকরা নয়, ভারতের রাজনীতিতে শেষ কথা বলবে শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রতিনিধিরাই।

টুসু পুজোয় মাতল সুন্দরবনের আদিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বাসন্তী, ক্যানিং, গোসাবা, কুলতলী, নলিয়াখালী, জয়রামখালি, চুনাখালি, বড়িয়া, আমঝাড়া, ছোটদুমকী এলাকায় একাধিক বাড়িতে টুসু পূজো হয়। তাই একে অপরের সঙ্গে শত দুঃখের মধ্যে আনন্দ ভাগ করে নেন। বর্তমানে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ায় আগের মতো আর ধূমধাম নেই। তা সত্বেও আদিবাসীরা তাঁদের সম্প্রদায়ের রীতিনীতি আদর্শের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। রাত কেটে প্রভাত,প্রভাতের পর সকাল বেলায় গান গাইতে গাইতে কাঁসার ঘন্টা,বাজনা,শাঁখ বাজাতে বাজাতে বাড়ী বাড়ী টুসু ঠাকুর নিয়ে ভ্রমণে বের হন। বাড়ীর মহিলারা ধান,দুর্বা,প্রদীপ নিয়ে টুসু ঠাকুর বরণ করেন। বেলা হলে পাড়ার সকল লোক একত্রিত হয়ে টুসু ঠাকুর নিয়ে একস্থানে জোটবদ্ধ হয়ে মিলিত হয়। একটা টুসুর কর্তার সাথে আরেক জন মোকর পাতায়। গানবাজনা চলে। এরপর দুঃখের মধ্য দিয়ে পুকুরে টুসু ঠাকুর বিসর্জন করেন। বিকালে বা তারপরের দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রীতি, প্রণাম,শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজন। এরপর আবার চলে একটি বছরের প্রহর গোনার অপেক্ষায়।

টুসু পূজো প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন শিক্ষক নিমাই মালি জানিয়েছেন 'আদিবাসীরা সমাজের অন্যতম কারীগর। বিগত দিনের ঐতিহ্য করম পূজো, টুসু পূজো সহ অন্যান্য পর্ব পালন করে জাতির ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।'

সাগর মেলার শেষ লগ্নে

প্রথম পাতার পর

মুড়িগঙ্গায় উনিশ কোটি টাকা খরচ করে ড্রেজিং করা হলেও আসলে তা কতটা বিজ্ঞানসম্মত সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ১৬ জানুয়ারি সকালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। যার ফলে ভেসেল চলাচল বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে এবং তীর্থযাত্রীদের নাজেহাল হতে হয়। আগামী বছর গঙ্গাসাগর মেলার আগেই এই দুটি বিষয় প্রশাসনকে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। মুড়িগঙ্গায় ব্রিজের প্রসঙ্গে সাগর মেলায় থাকা রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা বলেন, কেন্দ্র সরকারকে বারবার এ ব্যাপারে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কোন আমল দিচ্ছেন না। জাতীয় মেলা ঘোষণার দাবিতেও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীরা সরব হন। তবে এবারের সাগর মেলায় আরো একটা বিষয় সকলের নজরে এসেছে। যেভাবে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রতট ভাঙতে শুরু করেছে আগামী দিনে সাগর মেলার প্রাঙ্গণ কতটা ব্যাপ্ত থাকে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ভাঙ্গনের কারণে দুনম্বর রাস্তার প্রায় ৩০০ মিটার সমুদ্র গর্ভে চলে গেছে। তিন নম্বর রাস্তার স্নান করার জায়গাতেও ভাঙ্গন গ্রাস করেছে। দু নম্বর ও তিন নম্বর রাস্তার দু'ধারে বসে থাকা ব্যবসায়ীরা বলেন এবছর তাদের ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কারণ এই দুই রাস্তায় চান করার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের দোকানে তীর্থযাত্রীরা কম এসেছেন। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি স্বপন প্রধান বলেন, প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায় এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয়নি। মেলা মিটে গেলে আবার নতুন করে ভাঙ্গন প্রতিরোধ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে। পূর্বেও কপিল মুনির মন্দির সমুদ্র জলে ভেসে গেছে। আগামী দিনে বর্তমান কপিল মুনির মন্দির কতটা অক্ষত থাকে ভাঙ্গন থেকে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

প্রধান শিক্ষকদের ডেপুটেশন

প্রথম পাতার পর

জেলার প্রতিনিধিদের একটি দল ঐ সকল অফিসারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে আলোচনা করেন। মুচলেকা দেওয়ার আদেশনামার বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো যুক্তি তুলে ধরা হয়। বলা হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে নবম শ্রেণীর পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের কোন সম্পর্ক নেই। এর ফলে অহেতুক ছাত্র–ছাত্রী তথা পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকাগনের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বড় প্রথম পরীক্ষা দিতে যাওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সামনে রেখে এমন আদেশ নামা জারি করা পর্ষদের কখনই সমীচীন কাজ হয়েছে বলে সংগঠন মনে করে না। শিক্ষায়তনের লেটারহেড, সিল, বিদ্যালয় প্রধানের স্ট্যাম্প ইত্যাদি অস্বীকার করে জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের ভাবনা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বা রাজ্যের এমনকি দেশের কোন পর্ষদ সংসদ এর ইতিহাসে কখনোই আসেনি। এটি অপমানজনক এবং অমর্যাদা কর, স্বশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধিকার ভঙ্গের শামিল। ডেপুটেশন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। আগামী ২২ জানুয়ারী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার সময় কোনো মুচলেকা দিতে হবে না বলে অনেক অফিসার মত প্রকাশ করেন। ঐ দিন কোনো রকম অসুবিধে হবে না বলে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন। এ আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফসল। প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক– শিক্ষিকাগণের এই সংগঠন ঐ কালা সার্কুলার প্রত্যাহারের বিষয় রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেছে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং সচিবের নিকট স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। আগামী ২২ সে জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে পর্ষদের প্রতিটি ক্যাম্প অফিসে অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার সময় রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে মুচলেকা না দিয়ে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করার বিষয়ে নেতৃত্ব দেবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে অ্যাডমিট কার্ড প্রতিটি বিদ্যালয় পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান'-এর অভূতপূর্ব সাফল্যের পরে
রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ঐকান্তিক উদ্যোগে

সমস্যা সমাধান - জনসংযোগ
এবার গ্রামে গ্রামে

সমস্যা সমাধান – জনসংযোগ

২০টি পরিষেবা ও স্থানীয় মানুষের অন্যান্য সমস্যার সমাধান নিয়ে
২০ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে শুরু হচ্ছে
সমস্যা সমাধান - জনসংযোগ
চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত

পরিষেবা সমূহ:

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
- খাদ্য সাথী
- স্বাস্থ্য সাথী
- প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র
- কাস্ট সার্টিফিকেট
- মেধাশ্রী
- শিক্ষাশ্রী
- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- মানবিক
- বিধবা ভাতা
- কৃষকবন্ধু
- ঐক্যশ্রী
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
- মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ
- পাট্টার জন্য আবেদন
- বার্ধক্য ভাতা
- পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের নিবন্ধীকরণ
- হস্তশিল্পী ও তাঁতশিল্পীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

এছাড়াও অন্যান্য স্থানীয় সমস্যা এবং অভিযোগের সমাধান

শিবিরে সকল পরিষেবার ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।
পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।

০৩৩ ২২১৪ ০১৫২
১৮০০ ৩৪৫ ০১১৭

আপনার সহায়তার জন্য নিকটতম বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন https://ds.wb.gov.in

সকল সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে পেতে 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'–এ যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

মহানগরে

বাজাজ ধর্মশালার অস্তিত্ব কি বিপন্ন?

নিজস্ব প্রতিনিধি: মধ্য কলকাতার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ২৩ নম্বর বটতলা স্ট্রিটের বাজাজ ধর্মশালাটি দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতা মহানগর সফরে আসা, রাজ্য বা রাজ্যের বাইরের গরিব মানুষদের কাছে খুব কম খরচে থাকার ব্যবস্থা করতো। রাজ্যবাসীও কলকাতা সফরে এটাকে ব্যবহারের আদর্শ স্থান বলে মনে করতো। কিন্তু হঠাৎ করেই এই ধর্মশালাটি বন্ধ করে দেওয়া হল। এবং সেই জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণও হয়েও গেল।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেসের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক পৌর অধিবেশনে প্রশ্ন তোলেন কোনও ধর্মশালা এইভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় কী? এই জায়গায় যে বিল্ডিংটি হল সেটি কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং আইন মেনে হয়েছে কী? তাঁর আরও প্রশ্ন, কলকাতাস্থিত গরিব মানুষদের থাকার জায়গা কেড়ে নিয়ে যেভাবে বহুতল বানানো হলো তা অত্যন্ত অমানবিক নয় কী?

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার কর এবং আদায় দফতরের রেকর্ড অনুযায়ী এই প্রেমিসেসের নথিভুক্ত মালিক হচ্ছেন শ্রী লক্ষ্মী প্রসাদ বাজাজ। ইন্সপেকশন রুল অনুযায়ী এই প্রেমিসেসের ক্যারেক্টর হচ্ছে ৫ এবং ৬ স্টোরিজ রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড পার্টলি কমার্শিয়াল বিল্ডিং উইথ ফিথ ফ্লোর। পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখা গেছে, দোতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে।

মহানাগরিক আরও জানান, বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২৩–এর ২৩ মার্চ রিকনস্ট্রাকশানের অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

আগামী দিনে বাড়ির মালিক হয়তো দোতলা পর্যন্ত ধর্মশালা' রাখবে। সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট' এখানে ওরা পরিবর্তন করে নি। ধরুন ঠাকুরদাদা ভেবেছিল ধর্মশালা' হবে। আর বর্তমান ছেলেপুলেরা ভাবছে না ধর্মশালা' হবে না। এটা কীভাবে আইনত কলকাতা পৌরসংস্থা আটকাবে? এবং বিল্ডিংটা যদি প্ল্যান অনুযায়ী হয়। সেটা তো করতে দিতে আমরা বাধ্য। আর যদি আমরা না করতে দিই, তবে ওরা আদালতে যাবে। তখন আমরা বাধ্য সেই

বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন করতে। নিশ্চিত ভাবে ধর্মশালা থাকলে মানুষের সুবিধা হয়, অনেক সস্তায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়। আমরা বিভিন্ন কারণে ওই ধর্মশালায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের রাখতে পারি। সুতরাং আমার মনে হয়, এটাকে লোকালি কথাবার্তা বলে নিলে ভালো হবে।

টাকা তো পড়ে রয়েছে, বরাদ্দ বাড়িয়ে লাভ কি : মেয়র

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থা প্রতি ওয়ার্ড পিছু উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৪০০ ও ৮০০ কোড বাবদ প্রতি অর্থবর্ষে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে থাকে। কিন্তু প্রথমে ওই বরাদ্দ অঙ্কের উপর ভ্যাট বাবদ ৭ শতাংশ কর ধার্য ছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে জি.এস.টি. বাবদ ১২ শতাংশ (যদিও বর্তমানে ১৮ শতাংশ) এবং সেস বাবদ ১ শতাংশ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আর এর ফলে ১,০০,০০০ টাকার কোন্ কাজ করতে গেলে প্রকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১,০০০ টাকা আর বাকি ১৯,০০০ টাকা জি.এস.টি. ও সেস বাবদ চলে যায়। এদিকে অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি ও জি.এস.টি. হার বৃদ্ধি এবং সেস বসানোর ফলে সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সেই কারণে পরবর্তী অর্থবর্ষে প্রতি ওয়ার্ড পিছু ৪০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা কী সম্ভব? এই প্রশ্ন করন ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে।

এবিষয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, সবারই একটা বড়ো অংশের টাকা জি.এস.টি. বাবদ বেরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বরূপবাবুকে উদ্দেশ্য করে মেয়র বলেন, কিন্তু আপনার ওয়ার্ডে সবমিলিয়ে এখনো ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বেশি সেখানে পড়ে রয়েছে। এবং আপনার বরোতেও(বরো নম্বর : ৫) পুরো টাকা খরচ হয়নি। ১০ লক্ষ টাকা সেখানেও বরো যে 'ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিম'(প্রতি বরো বছরে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ পায়) দেওয়া হয়। তাতেও ৩৫ লক্ষ টাকা রয়েছে। কেবল আপনার বরো ৫ নম্বর নয়। বরো ৬, ৭ ও ১০ নম্বর বরোতেও একই। বরো নম্বর ৬ তে ৪৮ লক্ষ টাকা। বরো নম্বর ৭ তে ৪৪ লক্ষ টাকা এবং বরো নম্বর ১০ – এ এখন পর্যন্ত ২২ লক্ষ টাকা রয়ে গেছে। যদি খরচই না হয়, তাহলে বাজেটে এটা বাড়িয়ে আমাদের লাভ কী? পুরনো অনেক দেনাও রয়েছে। সঙ্গে কেইআইআইপি'র একটা বড়ো টাকা এরপর থেকে শোধ দিতে হবে। ইতিমধ্যেই আমরা ডেফিসিট বাজেটে রান করছি। যদিও আমাদের চলতি বছর রেকর্ড। ট্যাক্স সংগ্রহ হয়েছে। গতবারের থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও একটা বড়ো ডেফিসিট কলকাতা পৌরসংস্থায় রয়েছে। যেটা প্রায় ১০ বছরের ওপর রয়েছে এবং বছর বছর বাড়ছে। আপনারা বাজেটে যেটা আছে সেটা আগে খরচ করুন। তারপর যদি মনে হয়, আপনার ওয়ার্ডে আলাদা করে কিছু করতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা উন্নয়নের বিষয়ে কোনও দিনই কার্পন্য করবে না। আপনার কাউন্সিলর ফান্ডের থেকে অনেক বেশি টাকা খরচ করে পাইপ লাইনের কাজ হয়েছে। সুতরাং সেটা তো কলকাতা পৌরসংস্থাকে দিতেই হবে। এই টাকাটা তো আপনার 'কাউন্সিলর এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে'র থেকে অনেক বেশি টাকা। তাহলে উন্নয়নে 'কাউন্সিল ফান্ড' 'বরো ফান্ডে'র রেসটিকটেক তো থাকে না। ওইটুকু টাকা দিয়ে দিলাম, তা তো হবে না। আমাকে প্রয়োজনানুযায়ী যেটা লাগবে। সেটা দিতে হবে। আবার এটাও দেখা যায়। কাউন্সিলর ফান্ড আছে বলে, একটা ভালো ঢালাইয়ের ফুটপাথকে ভেঙে দিয়ে তাতে 'পেভার ব্লক' বসিয়ে দেওয়া হল। এটা আমরা দেখছি। যেটা হল একটা 'মিস ইউস অফ ফান্ড'। সেটাও বর্তমান সময়ে দেখতে হচ্ছে। তবে নতুন বাজেট নিয়ে যখন বসবো, আপনার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। কিন্তু যে টাকাটা ইতিমধ্যে আছে। সেটা আগে খরচ করুন। তারপর দরকার হলে আরও দেবো। বাজেটের জন্য বসে থাকার দরকার নেই।

আজকের ডেটে আপনার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০ কোডে পড়ে আছে ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এবং ৮০০ কোডে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। বরোতে আপনার ওয়ার্ডে এখন ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা পড়ে রয়েছে। যদিও চলতি বছরের এখনও অনেকটা সময় বাকি আছে।

লেন্স বার্তা

চড়ুইভাতি : বীরভূমের কির্নাহার স্পন্দন ফাউন্ডেশন পথকুকুরদের নিয়ে কির্নাহার এলাকায় চড়ুইভাতি উৎসবে মেতে উঠল। ছবি : অভীক মিত্র

বিবেক সচেতনতা : আর ক'দিন মাত্র বাকি সরস্বতী পুজোর। তাই মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

অবরুদ্ধ : ফুটপাথে চলা দায়। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে বিধান সরণিতে। ছবি : ইন্দ্রজিৎ পাল

বই উৎসব : ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : অরুণ লোধ

উত্তর কলকাতা নেহেরু যুব কেন্দ্রের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা উত্তর কলকাতা নেহেরু যুব কেন্দ্রের পরিচালনায় উত্তর কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উত্তর কলকাতায় আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাশিপুর বিধানসভার এমএলএ কমলাকান্তি হাঁসদা। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং সাংবাদিক বিবেক দাস।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পতাকা উত্তোলন করেন এমএলএ কমলাকান্তি হাঁসদা, সেই সঙ্গে তাকে সাদরে বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাগত ভাষণ দেন তিনি। এরপর একটি বড় জায়েন্ট স্ক্রিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সম্প্রচারিত হয়। সেই সঙ্গে রোড সেফটি ও অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় আড়াইশো থেকে ৩০০ দর্শক ও শ্রোতাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে সকলের মন কাড়ে বারুইপুর এবং উত্তর কলকাতার যৌথ ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর রজত শুভ্র নস্করের গাওয়া গান। ভারত মাতার বন্দনায় বিশেষভাবে অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এপিএস শিলাজিৎ বিশ্বাস এবং অন্যান্য ন্যাশনাল ইয়ুথ ভলেন্টিয়ার এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এরপর এনওয়াইকে উত্তর কলকাতা থেকে রওনা দেয় সুদূর রিমোট কোস্টাল এরিয়া বাসন্তী ব্লকের অন্তর্গত জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে। ওই অর্গানাইজেশন এর কর্ণধার বিশ্বজিৎ মহাকুরের সহযোগিতায় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী কামিনী কুমার গুছাইত, আশিস রায়,

উৎপল নস্কর, বিকাশ সরদার, আশিস সাফুই, সুমন সরদার, মিন্টু গায়েন, বিবেক দাস এবং ট্রাফিক পুলিশ অফিসার রঞ্জিত মুখার্জি, মিন্টু পাত্র, মন্টু হালদার তরুণ মাইতি এবং আরো অনেকের উপস্থিতিতে সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বিকশিত ভারত। এলাকার মানুষের কাছে এই অনুষ্ঠান অনুপ্রেরণার আশার আলো দেখাচ্ছে। সর্বোপরি এনওআইভি সমরেশ রাউত, রূপম সর্দার, এক্সএনওয়াইভি রিমি মজুমদার ও সার্থকি মিস্ত্রির অবদান ছিল অনস্বীকার্য। সর্বোপরি এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উত্তর কলকাতা এবং বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. রজত শুভ্র নস্কর।

অন্যদিকে, বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে। ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ সেই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহর সমাপ্তি ঘটে। চেতলা পার্কের সামনে থেকে যাত্রা শুরু হয় এদিনের এই অনুষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে ছিল চেতলার হিন্দ সংঘ। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের দক্ষিণ কলকাতা স্বেচ্ছাসেবক সহ কৈলাস বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীরা এবং হিন্দ সংঘের সভাপতি প্রণব ভূষণ গুহ সহ সংঘের অভ্রনাথ পাল, শুভম দে সহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা।

যাওয়া আসার পথে পথে

ভাঙা মেলায় গঙ্গাসাগরে মানুষের উপচে পড়া ভিড়

অরিজিৎ মণ্ডল

গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির মেলা শেষ। একে একে ভিন্ রাজ্যের মানুষেরা বাড়ি ফিরছেন। ভেঙে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গাসাগরের অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ও অস্থায়ী ছাউনিগুলো। গঙ্গাসাগরের ভাঙা মেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার পর এই ভাঙা মেলা চলবে আরও একটা সপ্তাহ। ভাঙা মেলাতে ভিড় জমিয়েছে সাগরদ্বীপের মানুষেরা। বিক্রেতারা নিজেদের জিনিসপত্রের পসার সাজিয়ে বসেছেন। গঙ্গাসাগর মেলার পর গঙ্গাসাগরের ভাঙা মেলাতেও উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে ভিড়ের অধিকাংশ মুখই স্থানীয় সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষদের দাবি গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন, গঙ্গাসাগর কপিলমুনি চত্বরে ভিন রাজ্য থেকে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেমনভাবে যানবাহনও সেভাবে পাওয়া যায়না। ভিড় এড়িয়ে সাগরদ্বীপের মানুষরা নিজেদের

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য এই ভাঙা মেলার উপরেই বেশি ভরসা করে। ভিন রাজ্য থেকে যে সকল ব্যবসায়ীরা সাগর মেলায় এসে নিজেদের রুজি–রুটি জোগাড় করে, তারা সে সকল জিনিসপত্র আর বাড়ি ফেরত নিয়ে যায় না। ফলস্বরূপ ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও বাজারদরের থেকেও সস্তায় সেই জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয় সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের কাছে। সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা বাজারদরের থেকেও কিছুটা সস্তায় জিনিসপত্র কেনার জন্য সাগরদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাগরের এই ভাঙা মেলায় এসে ভিড় জমায়।

গঙ্গাসাগর নিয়ে প্রশংসা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গা আমাদের মা গঙ্গা ভারতের ঐক্যের প্রতীক আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে ভারতবর্ষেই গঙ্গা বয়ে চলেছে গঙ্গা এবং আরও নদী অনেক দিক দিয়ে বয়ে চলেছে কিন্তু এসএমএস এসেছে সাগরে তেমনি আমাদের লক্ষ্য বৈচিত্রময় সংস্কৃতির মধ্যেও আমাদের লক্ষ্য ভারতীয় এবং বাঙালিআনা যেটাকে আমরা এখানে তুলে ধরতে চেয়েছি। গঙ্গাসাগরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানায় রাজ্যপাল শি ভি আনন্দ বোস। বুধবার তে কলকাতার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে করে গঙ্গাসাগর হেলিপ্যাডে নামেন রাজ্যপাল। এরপরই গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মেলা ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। এরপরই মন্দির চত্বরে পুণ্যার্থীদের সাথে কথা বলেন তিনি। তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা অথবা কোন অভিযোগ রয়েছে কিনা সেই সমস্ত বিষয়েও কথা বলেন তিনি। অন্যদিকে গঙ্গাসাগরের গঙ্গার যে ঐতিহ্য তা তুলে ধরেন।

৪০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী জয়দেব কেন্দুলি মেলা এবারেও জমজমাট

মলয় সুর

বীরভূমের ইলাম বাজার থানার অন্তর্গত গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের পুণ্যভূমিতে এ বছরেও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে ৪০০ বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী জয়দেব মেলা। প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্য স্নানের মাধ্যমে এই মেলা শুরু হয়। এই মেলা মূলত বীরভূমের সংস্কৃত পণ্ডিত জয়দেবের স্মৃতিতর্পণ উদ্দেশ্যে উদযাপিত হয়। অজয় নদের তীরে ছোট্ট গ্রাম জয়দেব কেন্দুলি। নদীর পাড়ে বাউল আখড়ায় বসেছে জমজমাট গানের আসর। প্রতিবছর এই সময়টার অপেক্ষায় দিন গোনেন বাউল প্রেমী মানুষজন। মকরস্নানের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় গান–বাজনা, মেলা, উৎসব। কেন্দুলি গ্রামে গীতগোবিন্দের রচয়িতা কবি জয়দেবের জন্মস্থান। লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন তিনি। লক্ষণ সেনই এখানে রাধামাধব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জয়দেব মেলা মানেই বাউল গানের আসর। সেই সঙ্গে অবশ্যই কীর্ত্তন।

এবার সুপ্রাচীন জয়দেব মেলা গত ১৪ জানুয়ারি শুরু হয় শেষ হয় ১৭ জানুয়ারি। ১৫ তারিখ সংক্রান্তি ও পয়লা মাঘ

অজয়ের জলে ডুব দেন অজস্র মানুষ। এই মেলাতে এবছর আখড়া ও আশ্রমের সংখ্যা হয় প্রায় ৬০০। স্টলের সংখ্যা ৫ হাজার। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে অস্থায়ী শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে ৫০০টি। স্থায়ী শৌচাগার রয়েছে ১৫০টি। পানীয় জলের জন্য ১০০টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। মেলার নিরাপত্তা বিষয়টি মাথায় রেখে নদীর ঘাটে ১০টি ওয়াচ টাওয়ার বসানোর পাশাপাশি তিন হাজার সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তাছাড়া পুলিশের তরফে মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে। এছাড়া মেলায় ১০০০ ভলেন্টিয়ার পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। মকর সংক্রান্তির দিন থেকে পবিত্র স্নান উপলক্ষে নদীর ঘাটে যে লাখো লাখো মানুষের জমায়েত হয়েছে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিড়ের ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কয়েকশো বছরের প্রাচীন এই মেলা আজও তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। যার ফলে গঙ্গাসাগর

মেলার পরই স্থান এই জয়দেব মেলার। তিনদিন ধরে আশ্রম ও আখড়াগুলিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাউল গানের আসর জমে ওঠে। এই সময় অজয় নদে জল কম রয়েছে সেই কারনে প্রতিবছর প্রশাসন থেকে বালি তুলে জল জমানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ডুব দেওয়ার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা ঘাট বানানো হয়েছে। কথিত আছে মকর সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাস্নান করতে না পারায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কবি জয়দেবকে স্বপ্নাদেশ দেন। তাঁর এই পুণ্যস্নানের জন্য গঙ্গার জল উল্টোদিক থেকে প্রবাহিত হবে। সেই জলে যে ব্যক্তি স্নান করবে তার গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন হবে। এরপর থেকেই বীরভূমের কেন্দুলি গ্রাম পুণ্যার্থীদের কাছে এক বিশেষ স্থানে পরিণত হয়। মেলা শুরুর দু'দিন আগে থেকেই এখানে ভিড় জমতে শুরু করে আখড়া ও আশ্রমগুলিতে। ধর্ম–বর্ণ–সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠে এই মেলা মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে দেয়।

মাঙ্গলিকী

বুঁধন মাঝি ফিরে এল

নাটক : চার প্রহর
নাটককার – বীরু মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা – আলিপুর অহনা
নির্দেশনা : দীপঙ্কর চ্যাটার্জী

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

সদ্য প্রয়াতা ডিভিসির মহেশ্বর পাহাড়ে বাঁধের উদ্বোধক সাঁওতাল রমনি বুধনি মাঝির করুণ স্মৃতিকে আবার মঞ্চে ফিরিয়ে আনল শিশির মঞ্চে আলিপুর অহনা, বিগত ১১ জানুয়ারি ২০২৪। বুধনি মাঝির কাহিনীটি বড়ই করুণ। সরকারি এই পরিকল্পনায় যেসব আদিবাসী তাদের বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছিল বুধনি তাদেরই একজন। আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ছিলই। বাঁধ উদ্বোধন করতে এসে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আদিবাসী সমাজের ক্ষোভের কথা জানতে পেরে তিনি নিজে উদ্বোধন না করে কিছুটা প্রলেপ দেবার কায়দায় সাঁওতাল রমনি বুধনি মাঝিকে দিয়ে বাঁধ বা ড্যাম উদ্বোধন করান এবং তাতেই ঘটলো বিপর্যয়। কারণ উদ্বোধনের পরে নেহেরু তার গলার মালাটি বুধনির গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। সাঁওতাল সমাজ এবং বুধনির মরদ বুধনিকে আদিবাসী সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেয় কারণ তখন তারা বুধনিকে প্রধানমন্ত্রীর সাঁওতালি স্ত্রী হিসাবে দেগে দেয় তাদের নিজস্ব রিচুয়াল অনুযায়ী। বুধনির ঠাই হয় ডিভিসির এক কামরা ঘরে। সারা জীবনটা নিঃসঙ্গ ভাবেই কাটে বুধনির।

নাটকটি বহু পূর্বে আমার দেখা। বহু পুরানো বীরু মুখোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো নাটক। বহুদিন পরে আবার দেখলাম। সন্ধ্যাটা বেশ ভালোই কাটলো। যখন চারিদিকে দুর্নীতির পাহাড়, সামাজিক অবক্ষয়ে যোগ্যদের চাকরি বিক্রি থেকে শুরু করে নানান দুর্নীতি পরিবেশ একেবারে কলুষিত, চারিদিকে একটা দমবন্ধ হওয়া পরিবেশের শিকার আমজনতা লোভী স্বার্থপর আমলা মন্ত্রীদের দুরাভিসন্ধিতে সমাজ বিপর্যস্ত ঠিক তখনই এই সঙ্কটমূলক পরিস্থিতিতে মেরুদণ্ড সোজা করে প্রোজেক্ট সুপার মিঃ চ্যাটার্জী যেভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে অমনোনীয় দৃঢ়তায় চোখে চোখ রেখে লড়াই চালিয়ে গেলেন তা দেখতে কার না ভালো লাগে। আসলে মানুষে মানুষে পার্থক্য আকৃতি প্রকৃতিতে নয় পার্থক্যটা শির দাঁড়ায়।

বহু আগের দেখা অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা না টেনে কোনোরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করেই বলছি মানবিক মূল্যবোধের শুধু নয় সততা নৈতিকতা বনাম অসাধুতা, নীতি ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই এর গল্প। বহু পুরানো হলেও সময়োপযোগী প্রযোজনা। নাটকটির বিষয়বস্তু দ্বন্দ্ব, সংঘাত একেবারেই সমকালীন। এই নাটক টোটাল টিম ওয়ার্কের নাটক। দলগত অভিনয়ই প্রাধান্য পাবে। সেদিক থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন প্রাণের ছোঁয়া দিতে। প্রত্যেক শিল্পীই নিজ নিজ চরিত্রে সাবলীল ছিলেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অহনার এই প্রযোজনা সৎসাহসের দাবি রাখে। নাটকের আলো, সেট, আবহ এবং তৎসহ শিল্পীদের গভীর নিষ্ঠা নাটকটিকে প্রাণের পরশ দিতে পেরেছে। কাকে ছেড়ে কার কথা বলব। চিত্রিতা চরিত্রে স্বার্থিবর্মন, মুঙ্গলী চরিত্রে অনামিকা ভাওয়াল, প্রোজেক্ট সুপার মিঃ চ্যাটার্জীর ভূমিকায় অমিত গাঙ্গুলী, সমাদ্দার চরিত্রে তমাল ভট্টাচার্য, মিঃ ঘোষ এর ভূমিকায় প্রতীম গাঙ্গুলী. কর্পোরেট সওদাগর সুশান্ত মুখার্জীর ভূমিকায় শৈবাল ব্যানার্জী এরা সকলেই ভালো শিল্পী। নিরবিচ্ছিন্ন মহড়ায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এধরনের নাটকে মহড়া দিতেই হবে। এছাড়া ঝগড়ু সর্দারপ চরিত্রে অশোক দাস, মিসেস মিত্র চরিত্রে মৌমিতা ব্যানার্জী, মিঃ মিত্র চরিত্রে অমিত কুণ্ডু, স্পেশাল ব্যাঞ্চের অফিসার চরিত্রে ধ্রুব দাস, প্রকাশ বোস চরিত্রে অয়ন মুখার্জী দারোয়ান চরিত্রে অমর নাথ উপাধ্যায়। হরদৎ সিং চরিত্রে সুজয় সাহা এবং পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় নির্দেশক দীপঙ্কর চ্যাটার্জী সকলেই স্ক্রীপ্টের বাধুনী অনুযায়ী স্ব স্ব চরিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। প্রত্যেক শিল্পীই তাদের নিজ নিজ চরিত্রগুলি বুঝে অভিনয়টা করে গিয়েছেন। এবং তাই কোথায়ও কোনো বিসদৃশ্য লাগে নি বা বাড়তি বলে মনে হয়নি।

তবে একটি কথা নির্দেশকের প্রতি বলতে চাই কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে কোনো সম্পর্কই দাগ কাটে না। সামাজিক মূল্যবোধ বা ওই জাতীয় সুকুমার বৃত্তিগুলির চেয়ে তাদের কাছে ক্ষমতার ব্যবহার কিংবা অপব্যবহার বক্তিগত ইগো অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। তাই তারা চট করে কারো কাছে সারেন্ডার করতে পারে না। তাই চিত্রিতা ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন করে নিতে পারে, কিন্তু তার বাবা মিঃ সুশান্ত মুখার্জীর পক্ষে অতটা সোজা ব্যাপার হবে না।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কর্পোরেট দুনিয়ার হোমড়া চোমড়ারা প্রয়োজনে অনেক নীচে নামতেও দ্বিধা করে না, এমনকী প্রয়োজনে, স্বার্থে এতটুকু আঘাত লাগলে তারা রাজনৈতিক নেতাদের মতো পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে কোনো সরকারি আমলাকেও রেয়াত করে না। এটাই বাস্তব। কারণ এতে তাদের ইগো স্যাটিসফায়েড হয়। তবে নাটকটা আমার ভালো লেগেছে।

আলোক সমপাতে সৈকত মান্না, মঞ্চ সরবরাহে ছিলেন বাবলু নস্কর, রূপসজ্জায় নেপাল চক্রবর্তী, আবহ ও প্রেক্ষাপণ ও নির্দেশনায় দীপঙ্কর চ্যাটার্জী। নাটকটি বুধন মাঝির স্মৃতির উদ্দেশ্য নিবেদিত।

বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেন্ট জর্জস চার্চ আনন্দ পালিত রোডের উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৪ বিবিধ উপসনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ বিশেষ উপাসনার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফাদার গৌরাঙ্গ হালদার। তাছাড়া ৩১ ডিসেম্বর রাত্রিতে ও ১ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে বিশেষ উপাসনার আয়োজন করা হয়। চার্চ সংলগ্ন অঞ্চল ও চার্চের ভিতরে সাজানো হয় ও আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চার্চের সদস্যরা ও ইয়ুথেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

বাৎসরিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ জানুয়ারি রবিবার ২০২৪ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ ও সত্যনন্দ দেবের বাৎসরিক উৎসব ও এন গৌর সুন্দর লেন কলকাতা ৫০ নিবাসী তন্ময় ভূষণ পাল ও সুপ্রিয়া পালের বাড়িতে বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো, হোম, আরতি ও ভোগ নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরুন মহারাজ, মধু মহারাজ, প্রকাশ মহারাজ, কাশী মহারাজসহ আরও বিশিষ্ঠ মানুষ। পরিশেষে প্রচুর ভক্তকে বসিয়ে ভোগ খাওয়ানো হয়। ভক্তদের আপ্যায়ণ করেন ও অনুষ্ঠানের সাফল্য মণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন প্রীতম পাল, অরুনিমা পাল ও আরিয়ান পাল।

স্বামীজী স্মরণ

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ১২জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্মতিথি উপলক্ষে শিলিগুড়ির বিধান রোডের উদ্বোধন হল বোধি পলি ক্লিনিক এই ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করেন যুগনি ডাঙ্গা রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামীজি স্বামী শিবানন্দ মহারাজ প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এছাড়াও এদিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার সি আর গুপ্তা এবং প্রফেসর ডাক্তার বি.কে গোস্বামী এই শুভ উদ্বোধনের দিন ৫০ জন রোগীর বিনামূল্যে লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করা হয় আগামী দিনে এই ক্লিনিকে ওপিডি পরিষেবা নিয়মিত বজায় থাকবে এই ওপিডি পরিষেবায় শহরের বিশিষ্ট ডাক্তাররা উপস্থিত থাকবেন বলে পলি ক্লিনিকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে

গতানুগতিকতার নয়, ব্যতিক্রমী ভাবনার পূজারী 'চোখ' সাহিত্য পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোখ সাহিত্য পরিবারের আয়োজনে গত ১৩ জানুয়ারি, শনিবার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে অনুষ্ঠিত হল কবি সম্মেলন এবং মোড়ক উন্মোচন। প্রতিবছরের মতো এই বছরও বিশেষ একটি মঞ্চ ভাবনা'কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সূচনা ভাষণ দেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মাধুরী শর্মা। পরে স্বাগত ভাষণ দেন চোখ সাহিত্য পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রজত পুরকায়স্থ মহাশয়। উদ্বোধনী যন্ত্র সঙ্গীত শুনিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী অশোক রায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা বেবী হালদার। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সাহিত্য গৌরব সম্মাননা। যা কোথাও দেখা যায়না, বেবী হালদারের ভাষণ শুনে উপস্থিত অনেক কবি বন্ধু এবং মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের চোখ জলে ভরে ওঠে। চোখ সাহিত্য পরিবার সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রাখে সবসময়। লেখিকা বেবী হালদার মহাশয়া বর্তমানে ভীষণ আর্থিক অনটনের মধ্য দিনযাপন করছেন। তাছাড়া তিনি ক্যান্সারের মতো ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত। তাই দুঃস্থ লেখিকার পাশে দাঁড়ান উপস্থিত সকল সদস্য বন্ধুরা। তাঁরা সবাই সম্মিলিতভাবে তাঁর হাতে ১৮ হাজার টাকা তুলে দেন।

এই সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক দিলীপ রায়। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন আনন্দ প্রকাশনের কর্ণধার নিগমানন্দ মন্ডল, কবি অসীম দাস, কবি শিক্ষাবিদ জগতপতি দা, নাট্যকার পরিচালক অভিনেতা যোগরাজ চৌধুরী, কবি সম্পাদিকা কামনা দেব। আন্তর্জাতিক লেখিকা বেবী হালদার মোড়ক উন্মোচন করেন চোখ পত্রিকা, দৃষ্টিপথ (কবিতা সংকলন) দুটি বই ছাড়া, কবি কৃষ্ণগোপাল ঘোষের দুটি কাব্যগ্রন্থ রাণুরছড়া এবং কত কথা ছিল, সাহিত্যিক প্রতিমা পোদ্দারের দিনযাপনের কথা (গল্পের বই), সাহিত্যিক সজল কুমার পোদ্দারের একতারা (উপন্যাস), কবি কৃষ্ণা গুহ'র নির্বাচিত কবিতা (২য় সংস্করণ), এবং রজত পুরকায়স্থের অলিগলির কথারা, মোট আটটি বইয়ের। Lifetime Achievement Award দেওয়া হয় বীরভূমের বিখ্যাত কবি অমূল্যরতন মাল মহাশয় এবং কলকাতার বর্ষিয়ান কবি কৃষ্ণা গুহ মহাশয়াকে। শিশু সাহিত্য সম্মান দেওয়া হয় দুজন কবির হাতে, বর্ধমান ব্যান্ডেলের প্রথিতযশা ছড়াকার বৃন্দাবন দাস মহাশয় এবং উত্তর চব্বিশ পরগণার আর এক বিশিষ্ট ছড়াকার শ্যামল কৃষ্ণ মন্ডল মহাশয়কে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারী কৃতি আবৃত্তিকারদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। "ক" বিভাগে প্রথম হয়েছেন প্রাপ্তি মন্ডল, দ্বিতীয় – সমৃদ্ধি সামন্ত, তৃতীয় – তরিত্র মন্ডল এবং "খ" বিভাগে প্রথম হয়েছেন সোমা মন্ডল সাহা, দ্বিতীয় – রুচিরা মন্ডল, তৃতীয় – শর্মিষ্ঠা রায়, এবং সেঁজুতি বিশ্বাস, পরিবারের পক্ষ থেকে সবার হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুললিত কণ্ঠে সঞ্চালনা করেছেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী সঞ্চালিকা আবৃত্তি প্রশিক্ষণের শিক্ষিকা স্বাতী পাল চৌধুরী। অনুষ্ঠান পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন নাট্যকর্মী কবি মৌসুমী পাল, কবি আবৃত্তিকার স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক নাট্যকর্মী আবৃত্তিকার কিঙ্কর হালদার, কবি সজলকুমার পোদ্দার, কবি শচীদুলাল দাস, কবি কোয়েল মাইতি। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি, শিক্ষক শৌভিক গাঙ্গুলি। তাকে ও সম্মান প্রদান করা হয়।

বিবেকানন্দ অ্যাসোসিয়েশনের ৭৯তম স্বামীজী স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্মল গোস্বামী : গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি প্রতি বছরের মতো এ বছরও ১৬২তম জন্মদিন উৎসব পালিত হল মহাসমারহে। ১২ জানুয়ারি স্বামীজি, ঠাকুর ও মার প্রতিবিম্ব মঙ্গল আরতী ও চণ্ডীপাঠ হয় সকাল ৬টায়। সাড়ে ৮টায় স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ পথ পরিক্রমা হয়। অগণিত ভক্ত, ছাত্রছাত্রী, গ্রামবাসী, হিল্লোল ব্যান্ড গ্রুপ (বুড়ুল) ও ব্রাইট হিন্দ ইউনাইটেড স্কোয়াড পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করে। সকাল ১১ থেকে ৩টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহস্রাধিক মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করে। দুপুর ১টায় শুরু হয় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

বিকাল ৪টায় শুরু হয় একক নৃত্য প্রতিযোগিতা। আশে পাশের এলাকা থেকে বহু প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ১২ তারিখের অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিপিকা সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, জেলা পরিষদের সদস্য জ্ঞানানন্দ সামন্ত, প্রধান বুবাই মাল, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিপ্লব ঘোড়ুই, সুশান্ত পাল প্রমুখ। ১৩ জানুয়ারি দুপুর ১টায় শুরু হয় অঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিকাল ৪টায় শুরু হয় ভক্ত সম্মেলন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এছাড়াও ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দজী মহারাজ এবং ভাসা পৈলান স্বামী নারায়ণ মন্দিরের মহারাজ স্বামী অমৃতচারী দাস। নরেন্দ্রপুর আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মদনমোহন আচার্য্য, আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, দঃ ২৪ পরগনা বিবেকানন্দ ভাব প্রচার মিশনের প্রাক্তন সম্পাদক প্রশান্ত চ্যাটার্জী ও উপভোক্তা কল্যাণ আধিকারিক রাজু পাল। বিকাল সাড়ে ৫টায় শুরু হয় ঐক্যতান কালচারাল আকাদেমির পরিচালনায়। যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, শ্রমে এবং আর্থিক বদান্যতায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয় তাদের মধ্যে অন্যতম জয়দেব পাল, অশোক মিত্র, জগদীশ দাস, সমীর কুমার পাল, চন্দন পাল, সুধীর শীল, মণিমোহন কয়াল, কার্তিক কাঁড়ার, তৈয়ব সেখ, অয়ন পাল, মুরারী ঘোষ, দেবাশীষ সোম ও অনিন্দ্য পাল।

কবিতা

দাগের ভিড়
দীপ্তি বণিক

শরণার্থী নদী নিদাগ
দাগ টানে নিটোল অপেক্ষায়
গাছেদের অজুত কথায়
চন্দ্রের গ্রহণ পিপাসায়
অখর বীতশোক পীড়ন
পিঁড়ি পেতে বসে,
অক্ষম মুখের মায়া
ভিড় জাগে রাতে
দৃষ্টির নিরালোক ভিড়
নদী জানে পীড়ন কাকে বলে
(দীঘির পাড়–রায়দিঘী, দঃ ২৪ পরগণা)

অবুঝ সূর্যমুখী
আব্দুল হান্নান

হিংস্র প্রাণী মাংসের স্বাদ যায়না কখনো ভুলে
শিকার একবার করতে পারলে খায় যে চামড়া খুলে
তাদের চোখে নেই তো মায়া, কেবল পেটে খিদে
মিটিয়ে যদি নিতে পারেই চলে সাদা–সিধে।
আজ খেয়েছি কাল খাবো, এমন ভাবনা তাদের
জাপটে কখনো রাখে না মাছায় বিশাল বড় ছাদের
রোজ শিকারে রোজ খাওয়া এই তো তাদের জীবন
তার চাইতে বেশি পাবার আশায় ভাসে না পণ।
স্বজাতিকে করে না তারা কোন কালেই হত্যা
দলবদ্ধ থাকতে তারা দেখায় দারুণ সত্বা
শীত, বর্ষা, গ্রীষ্মকালে একই রকম চলা
জ্ঞানে গুণে হিংস্র তারা কাক থাকে না বলা।
মানুষ কিন্তু অন্যরকম চিন্তাশীল প্রাণী
বাঁচার জন্য মরিয়ায় থাকে স্বপ্নে থাকে ধনী।
সঞ্চয় আর সম্পত্তির শেষটাই তাদের বিচার
লক্ষ্য কেবল ধনী হবার থাকে সদাই সোচ্চার।
আজ মরলে কাল যে দু'দিন, এই ভাবনায় নেই
দেহে শ্বাস যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধরে থাকে খেই
এমনই ভাবনায় বিলীন করে গোটা জীবন ধরে
ভাবার সুযোগ পায় না তারা কী হবে মৃত্যুর পরে।
তার পরেও শ্রেষ্ঠ জীব বিলাস পৃথিবীই অমর
বিবেকের দরজা বন্ধ বেশির ভাগ করে সমর
(তাঁতীরহাট,
সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

রেখা
বিক্রমজিৎ ঘোষ

হাতের তালুতে বন্দি থাকে ভাগ্যরেখা
কপালে আঁকা থাকে ভবিষ্যত রেখা
তালুকে বন্ধ করে রাখলেও
ভাগ্যে কখনও পাল্টায় না।
আঢাকা কপাল চিহ্নিত করে
মানুষের অনন্তকালের চলার পথ।
কার দুঃখ কতটা, কার সুখ কতটা
সবই আঁকাঝোকা থাকে কপালে আর তালুতে।
আমরা বলে থাকি
ভবিষ্যত বলবে ভবিষ্যতের কথা
কপাল বলবে কপালের কথা
আমরা নিজেরা নিজেদের কাজ করে যাই
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

কথা
মিনু প্রধান মণ্ডল

শীত ঘুরে এলো
মস্ত উঠোনে ঝরাপাতা কাঁচা রোদ সুন্দর!
দরজা এপারে, জানালা খুললেই নানা কথা
মেলে ধরে মায়াভরা সংসার–এ
সুরেলা কথা উঠতি বয়সে অভ্যেস বদলে দেয়
আবার সুখের কথা ভিতর থেকে উঠে এলে
ঢোক গিলে ফেলা যায় কি!
কী মুগ্ধকর নীলাকাশ সারাদিন পর!
সব ভুলে সে কথা ইশারায় তাই চুপ
আজই ভীষণভাবে নামহীন ফুল, বাহারি দোপাটি
আনন্দ নিকেতন এ বৃষ্টি ধারা খোঁজে
বেলাগাম কথা গ্রাম ছেড়ে দূরদেশে ফিরে
প্রেমে হোঁচট খায় ঘুর্ণাবর্ত এলে ...
(কলকাতা)

ফিরে দেখা পূর্ণিমা
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

আজ রাস পূর্ণিমা
বছর কুড়ি, কুড়ি আগের কথা।
বিষ্ণুপুরের বিষ্ণু মন্দিরের টেরাকোটা
দেখছি আর অন্যদিকে নাট মন্দিরের দালানে
একজন গাইছে গান,
''তুমি রবে নিরবে হৃদয়ে মম''
ছিল কত গভীরতার আবেগ ভরা প্রাণ।
আমরা দু'জনা পাশাপাশি পড়ন্ত সকালের রোদ মাখি
প্রাণে প্রাণে এ জীবনের কবিতা আবৃত্তি করি,
পূর্ণ চাঁদের পূণ্যতা ভরি সকালের কলি।
আজও কি মনে পড়ে অবসর সময়ে সেসব কথা অতীতের?
পূর্ণ চাঁদের স্মৃতি রাসপূর্ণিমার।
হৃদয়ের কত কথা মরে গেছে প্রকাশহীন অন্তরে,
অন্তরের নীরব ব্যথা সয়ে সয়ে
প্রাণের স্পন্দনে সঞ্চারিত এজীবন পটচিত্রে।
প্রাণে প্রাণে ভোরের কাকলীতে
মুখোরিত কফি হাউসের টেবিলে, খেয়া ঘাটে,
আনন্দে আহ্লাদে হাতে হাত রাখি ধর্মস্থানে,
জনারণ্যের গভীরে অচেনা পথে পথে ঘুরে
এ সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে।
সে ভালোবাসার সীমানার কাঁটাতার পেরিয়ে
কখন চলে গেছে উড়ন্তে পাখির গতিতে
কোন ঠিকানা না রেখে।
বছর কুড়ি, কুড়ি আগে
এ জীবন খেলা ঘরে, মঞ্চের অভিনয়ের পরে
মেকাপ তুলে, যে যার নিজস্ব পথে হাঁটছে।
সে কুড়ি, কুড়ি বছর আর পাই না খুঁজে সে রূপে।

নিজেই নিজের জন্ম দিক
অরুণ কুমার মান্না

বেশ কিছু ব্যথা অবিরাম স্রোতে
নিজের ক্রিয়াকর্মে ছোটে শুদ্ধ হতে!
সব ব্যথা কি পরিশুদ্ধ গঙ্গা স্পর্শে
নাকি উন্নিত হয় শতবর্ষে!
'মা নিষাদ' উচ্চারণে মোক্ষলাভ যদি
তোর বুকে আগুন জ্বালা হে নদী
আগুন শুষে নিক এক নদী জল
পুড়ে ছাই হোক যে টুকু সম্বল!
ব্যথা নিজেই নিজের জন্ম দিক
তাতে ইতিহাস লিখে নিক!
(বিনগ্রাম, হুগলি)

রূপকথার গল্প
ইলা দাস

এক পৃথিবী আকাশ দিলাম চন্দ্র–সূর্য দীপ্তি ভরা
দাও না এবার আমায় লিখে রূপকথার ওই একটা ছড়া।
উঠবে নেচে ইচ্ছেগুলো তেপান্তরের মস্ত মাঠে
আমিও তখন আনন্দেতে শাঁকচুন্নির পুকুরঘাটে।
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি মামদো ভূতের হাতের পেশি
শীর্ণ ওই হাড় ক'খানা দুশো ছয়ের নয়তো বেশি।
দীর্ঘদিনের পোড়ে বাড়ির দক্ষিণের এক তেঁতুল গাছে
অমাবস্যার গভীর রাতে ঘুঙুর বেঁধে তারাই নাচে।
এক পৃথিবী আকাশ দিলাম আমায় দেবে একটা ছড়া!
রূপকথার ওই গল্প পরীর হীরে মানিক ৭টা ঘড়া।
(পাটুলি, কল–৯৪)

তীর ছোঁয়া ঢেউ
সৌমিত্র কুণ্ডু

তীরে এসে ছুঁলে তরী প্রাণে ঢেউ উঠে
ঢেউ এসে তীর ছুঁলে ব্যথা যায় টুটে।
তীরে এসে তরী যদি ভেঙে গিয়ে ডুবে,
নিস্তেজ হয়ে প্রাণ পড়ে মুখ থুবে।
থরহরি কাঁপে তরী তীর হারা ছন্দে,
প্রাণে ঢেউ তুলে বিনা প্রাণ যায় দ্বন্দ্বে।
কত প্রাণ এলো গেলো ঢেউ এলো কই!
ভাসে তরী কূল বিনে ছই ভাঙা ওই।
ঢেউ সব জমে জমে উঠলে সুনামী,
কোমন যে হবে রূপ জানেন অন্তর্যামী।
তীর ছোঁয়া ঢেউ আক জাগে কই প্রাণে!
মাঝপথে হারানোয় সুর ভাঙে তানে।
(রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

সন্ধ্যাতারার আলো
সুচন্দ্রনাথ দাস

সবাই যদি মন্দ বলে তবু তোমার কাছে,
মনকে মধুর করার মতো অনেক মধু আছে।
এমন ক'রে চরণ ফেলো ছন্দ জেগে ওঠে,
অধরখানি মেলে দিলে গন্ধ অনেক ছোটে।
চলার পথে অনেক বাধা, অনেক দুঃখ আসে
আবেদনের কত ভাষা বাতাসেতে ভাসে।
তোমার হৃদয়–মাঝে দেখি সন্ধ্যাতারার আলো,
কান্না–ভেজা যাপন জুড়ে সেই তো অনেক ভালো।
ভাঙছে কত, পুড়ছে কত, ধ্বংস অবিরত,
কৃষিকাজে, শিল্পে তবু সৃষ্টি চলে কত।
চলার পথে গতি থাকে, দেখি কিছু ঘুরে,
আনন্দেতে ধুলো মাখার গান গেয়ে যাই সুরে।
আকাশেতে চাঁদ না থাকুক, দুঃখ কিছু নেই,
তোমার কাছে সন্ধ্যাতারার আলো তো আছেই।
বুকের উপর রাখি তোমার হলুদ–মাখা হাত,
কান্না দিয়েই ভিজিয়ে নিই স্বপ্ন দেখার রাত।
(দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া)

স্মৃতি বীণা
ভরত বৈদ্য

হারিয়েছি সহস্র তারার মাঝে
বেদনায় অশ্রু ভেজা সাঁঝে।
জ্যোতস্না মৌন গভীর রাত
মুছে দেয় নতুন এক প্রভাত।
বিকালের ছায়া ক্রমে বড়
মৃত্যু টানে এমনতরো।
আঁধার পথ যে ভুলায় চোখে
হৃদয়ে ব্যথা জীবন দুঃখে।
পাখিটি একলা গাছের ডালে
উদাসী সঙ্গীহীনা বলে।
বসন্তে ভরছে নতুন পাতা
মনে পড়ে তোমার কত কথা
হাতেতে পা মিলিয়ে চলা
দুই নয়ন মিলিয়ে কথা বলা।
স্বপ্ন ছিল তোমায় নিয়ে
ঝাপসা মেঘে ভোরে গিয়ে।
আশাতে ভাষা মনে পড়ে
আগামী কেমন করে গড়ে।
হারানো বছরের পর বছর
তোমারি স্মৃতি শূন্যগোচর।
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

সরীসৃপ
বিবেকানন্দ নস্কর

মুখের মধ্যে হাঁ, হাঁ'এর ভিতর জিভ
জিভের ডগায় আগুন, কপাল জুড়ে আগুনে টিপ।
হাঁটু মুড়ে সোজা হলে হাঁটুর ওপর ভর
বয়স ভারে বুক ঘসে যাও
মানুষগুলো আস্ত সরীসৃপ!
স্তন্যপায়ী দুধ পায় না মাতৃস্তনে পক্ষাঘাত
ঘাতক পক্ষ মুচকে হাসে সামনে দাঁড়ায় রাত।
আঙুলে নখ, আঙুল শিকড় বুকের আঙুলে টিপ টিপ
ভয়ের ভিতর মানুষ লুকায় শীতের ঘুমে স্তব্ধ সরীসৃপ!
(সন্তোষপুর, ফলতা,
দঃ২৪ পরগণা)

মাকাল ফল
গৌরদত্ত পোদ্দার

আইনের ছুঁচ হাতে নিয়ে
লড়াই যুক্তিতর্কের সুতো
বাদী–বিবাদীর লড়াই চলে
দুজনে মারিছে গুঁতো।
মিথ্যার ছুরিতে সত্যকে করি হত্যা
নহিলে থাকে নাতো মান
আমারই নিজেরই সত্বা!
প্রহসন চলে গীতা করাইয়া স্পর্শ,
সত্য বিনা মিথ্যা বলুব না
করিয়া মগজ কর্ষ!
'সত্যমেব জয়তে' বাণী
এ বিচারশালার সম্বল;
জাল–জালিয়াতি চলে যাদু খেলা
ভিতরেতে চোরা অম্বল!
(ঢাকুরিয়া, কলকাতা)

নারী স্বাধীনতা
তপন কুমার দাস

মেয়েদের নিজস্ব কোন পরিচয় নেই
আজীবন কাটায় তারা
বাবা কিংবা বরের বা ছেলের পরিচয়ে
অথচ দিকে দিকে আলোচিত
নারী স্বাধীনতা।
(বালিয়াডাঙ্গা,
চাকদহ, নদিয়া)

কল্লোলিনী
দত্তা রায়

ওগো নারী সমাজ, দাঁড়াও শোন
নদীর কল–কল্লোলের মত, কোথায় ছুটে চলেছ?
যত দূরই তুমি যাও না কেন, ফিরতে তোমাকে হবেই।
আর ধাক্কা তোমাকে খেতেই হবে,
পুরুষ নামক বেলাভূমির গায়ে।
আজ যে যৌবনের উন্মাদনায় ছুটে চলেছে,
একদিন তোমাকে থামতেই হবে।
ওগো কল্লোলিনী, একটু শোন আমার কথা,
আমিও তোমাদেরই সঙ্গিনী,
তবে কুসংস্কারের নয়, সংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে।
ওগো কল্লোলিনী, তোমাদের মতো বৃহত শক্তি যদি
আজ বয়ে নিয়ে যেত সংস্কৃতিকে,
তাহলে বোধহয় দেশটা,
এমন অরাজকতায় ঙরে যেত না॥
(গঙ্গারামপুর,
দঃ২৪ পরগণা)

আজ মানুষ
পার্থসারথি সরকার

মানুষ নিজের দর্পণে দ্যাখে শুধু নিজেকে
মানুষ আজ মানুষকে মুছে ফেলে ক্ষণেকে
আজ মানুষ আর পাশের মানুষ নেই
মানুষ এখন রোবট মানুষ যন্ত্র সঙ্গতেই
মানুষ আজ মানুষের ছিঁড়ে খায় রক্ত
মানুষ আজ মানুষের ছিঁড়ে নেয় সুতো
মানুষ আজ পায়না কোমল মানব হাত
মানুষ আজ একলা মানুষ নির্জনেতে কাত
শবগাড়িতে একা মানুষ যায় দিনেরাতে
খইগুলো দুঃখ হয়ে পড়ে থাকে পথে
মানুষের থেকে বড় সত্য আজকে টাকার মানুষ
মানুষ দ্যাখে জানালা দিয়ে শূন্যে পোড়া মানুষ
মানুষ আছে কেবল, মানুষ গেছে উ

আঁতস কাঁচে

সুনীলের গিফট

২০২৩ সালে জীবনের সেরা গিফটটাই যেন পেয়ে গেছেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। বাবা হয়েছেন। নিজেই স্বীকার করেছেন, ফুটবলকে উপভোগ করার পাশাপাশি জীবনও পাল্টে গেছে সন্তান আসার পর। তিনি বলেন, 'এখন আমি অনেক খুশি, সেইসঙ্গে শান্তশিষ্টও। বাবা হওয়ার পর থেকে মনে হচ্ছে আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্বগুলো পাল্টে গেছে। এগুলো ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। আমার স্ত্রী আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর দায়িত্ব নিয়ে নেয়, যাতে আমি নিশ্চিন্তে অনুশীলন করতে পারি, ম্যাচ খেলতে পারি আর আট ঘণ্টা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। আমার আগে যারা বাবা হয়েছে, তারা অনেকেই এই নিয়ে আমাকে অনেক কিছু বলেছিল। কিন্তু তখন তাদের কথা বুঝিনি। এখন বুঝি। তবে অবশ্যই এখন জীবনে আমি অনেক শান্ত, খুশিও।'

নতুন তারা ধ্রুব

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের নতুন তারার নাম ধ্রুব। ২২ বছরের ধ্রুব জুরেল। খেলায় যখন সুযোগ পেয়েছেন, নিজের নাম উজ্জ্বল করেছেন। সে স্কুল ক্রিকেট হোক বা প্রথম শ্রেণি কিংবা আইপিএল। তবে তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার জীবনেও নানা বাঁক রয়েছে। বাবা নেম সিং জুরেল কারগিল যুদ্ধের বীর। চেয়েছিলেন ছেলে ক্রিকেট না সরকারি চাকরি করুক। নিশ্চিত ভবিষ্যৎ হবে। অন্যদিকে, জুরেলের জেদ ক্রিকেটার হবেই। ১৪ বছর বয়সে ব্যাট কেনার বায়না ধরেছিলেন। বাবা দামী ব্যাট কিনে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ক্রিকেট সরঞ্জাম আর কিনে দিতে পারেননি। জুরেলের জেদ যেন বেড়ে যায়! বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেয় সে'সময়। তাতেই মায়ের মন কাঁদে। নিজের সোনার চেন বিক্রি করে বাবাকে ক্রিকেটের সরঞ্জাম কিনে আনতে বলেন। সেদিন না বুঝলেও, জুরেল এখন বোঝেন কতটা ত্যাগ ছিল মায়ের। তবে তাঁর শুধু জেদই নয়, ভাগ্যও বেশ সহায়। ৫ বছর বয়সে আগ্রায় বাসের চাকার নীচে পড়েছিল তাঁর বাঁ পা। বেঁচেছিলেন বরাত জোরেই। যারজন্য প্লাস্টিক সার্জারিও করাতে হয়েছিল। সেই জুরেল ভারতীয় ক্রিকেটে কতটা ধ্রুব-তারা হন, তাই দেখার।

রোহিতের লজ্জা

একডজন শূন্য! কতবার আর শূন্য হাতে ফিরবেন রোহিত! বিশ্বকাপ খেলবেন বলে ১৪ মাস পর আফগান সিরিজে খেলছেন রোহিত। তবে প্রথম ২ ম্যাচে খাতাই খুলতে পারেননি। টি২০ ক্রিকেটে ভারতের জার্সিতে ১২বার শূন্য হাতে ফিরলেন তিনি। আর অধিনায়ক হিসেবে ৬ বার। অর্থাৎ হাফডজন। অথচ লজ্জার এই রেকর্ডের দিনেই অনন্য এক রেকর্ড করেন রোহিত। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১৫০তম টি২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফেললেন।

মেসিকে ডাক

আইনের উর্দ্ধে কেউ নন। তাই সোজা তলব করা হল মেসিকে। হ্যাঁ, বিহার জেলা উপভোক্তা কমিশন ১২ এপ্রিল আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তলব করেছে। এমনই খবর প্রকাশিত হয়েছে ইংরাজি এক দৈনিকে। জানা গেছে, মেসি মুজাফফরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। একজন আবেদনকারীর অভিযোগ, তাঁর ছেলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, কিন্তু পুরো কোর্সটি শেষ না করেই বাদ পড়ে। ছেলের কলেজে পড়াশুনোর খরচ মেটানোর পাশাপাশি লোনও শোধ করতে হয়েছে আবেদনকারীকে। এরপরই তিনি নালিশ জানান উপভোক্তা কমিশনের কাছে। দায়ের হয় মামলা। এরপরই ডাকা হয়েছে মেসিকে। অবশ্য শুধু তিনি নন, এই সমন গেছে বলিউড তারকা শাহরুখ খানসহ ৭ জনের কাছে।

বাংলার গ্রামের ক্রিকেটে হাজির ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড

সুমনা পাল : গ্রাম বাংলার ক্রিকেটপ্রেম। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই ঝটিকা সফরে ক্যারিবিয়ান দেশ থেকে কলকাতা চলে এলেন ক্লাইভ লয়েড। পূর্ব বর্ধমানের পূর্ব সাতগেছিয়া গ্রামে সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যায়লয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ট্রফির ফাইনালে উপস্থিত হয়েছিলেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার। প্রায় ৮ বছর পর তাঁর কলকাতায় পা রাখা। ২০১৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপের সময় কলকাতায় ম্যাচ দেখেছিলেন। ১৯৮৩ বিশ্বকাপে এই লয়েডের নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েই প্রথম বিশ্বকাপ জেতে কপিলদেবের ভারত। সেই আক্ষেপ ভুলতে পারেননি। প্রথম ২ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লয়েড বলেন, 'আমি এখনও কাঁদছি। ভারত সেদিন আমাদের থেকে ভাল খেলেছে। ভারতের একদিনের ক্রিকেটে যাত্রা শুরু হয় সেদিন থেকেই। ওরাও যে একদিনের ক্রিকেট খেলতে পারে বুঝিয়ে দিয়েছে।' সর্বকালের সেরা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর তালিকার ওপরের দিকে থাকবেন সুনীল গাভাসকর। কিন্তু বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ারের

প্রশংসা করলেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। লয়েড বলেন, 'শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ার ভাল। দু'জনই সব ফরম্যাটে খেলতে পারে। বর্তমান ভারতীয় দলের সবাই দক্ষ। বিশ্বক্রিকেটে বর্তমান অধিনায়কদের মধ্যে এগিয়ে রাখলেন রোহিত শর্মাকে। লয়েড বলেন, 'রোহিত যথেষ্ট ভাল। পাকিস্তানের নেতা খুব একটা ভাল করছে না। নিউজিল্যান্ডের অধিনায়কও খারাপ নয়। বাটলার কিছুটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আশা করছি কাটিয়ে উঠবে। এখন বিভিন্ন ফরম্যাটে আলাদা অধিনায়ক থাকে। আমাদের সময় এরকম ছিল না। তাই নির্দিষ্ট কাউকে বাছা কঠিন।' বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার টি-২০ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। বন্ধু গাভাসকরের মতো দুই মহাতারকাকে বিশ্বকাপে দেখতে চান কিংবদন্তি। লয়েড বলেন, 'বিশ্বকাপের জন্য সেরা দল গড়তে তারুণ্যের পাশাপাশি অভিজ্ঞতাও জরুরি। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে অভিজ্ঞতা দরকার। বিরাটের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে প্রয়োজন। তবে পাশাপাশি দলে তরুণ প্লেয়ারও রাখতে হবে। ভারতে এখন অনেক উঠতি প্লেয়ার আছে। দুটো মিলিয়েই সেরা দল গড়তে হবে।' গুপ্তিপাড়ার নলেন গুড়ের রসগোল্লা চেখে দেখেন লয়েড। বাংলার মিষ্টি দেখে অবাক কিংবদন্তি। এদিন একঝলক দেখার জন্য জনপ্লবন সাতগাছিয়ার বড় মাঠে। আট থেকে আশি। হাজির সকলেই। বাদ নেই কচিকাঁচারাও। এর আগে রবি শাস্ত্রী, ঝুলন গোস্বামী সহ অনেক তারকা ক্রিকেটার ঘুরে গিয়েছেন। তবে লয়েডকে হাতের নাগালে পেয়ে বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে মাতেন শহরতলীর ক্রিকেটপ্রেমীরা। বেলুনে সাজানো হুডখোলা গাড়িতে পুরো মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন দুবারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। তাঁকে চাক্ষুষ করতে উপচে পড়ে ভিড়। ঘণ্টাখানেক কাটান সেখানে। তবে আসল মুহূর্ত পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে। এক মিনিটের ফ্ল্যাশব্যাক। আবার ব্যাট হাতে দেখা গেল ক্লাইভ লয়েডকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে পোজ দেন। লয়েড বলেন, 'কলকাতার মানুষ খুব ক্রীড়াপ্রেমী। সেটা ফুটবল হোক বা ক্রিকেট। খেলাকে এখানে সবাই খুব ভালোবাসে। আমরা যখন ইডেন থেকে খেলে ফিরতাম তখন রাস্তার দুই ধারে অনেক মানুষ আমাদের দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন। এটা থেকেই বোঝা যায় এখানে মানুষের খেলার প্রতি আবেগ কতটা। অনেক ক্রিকেটারের যাত্রাপথ শুরু হয়েছে এখান থেকেই।' প্রিন্স অফ কলকাতা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সৌরভ দারুন একজন ক্রিকেটার, সেইসঙ্গে ভালো অধিনায়কও।'

ফুটবলে মাতল মঙ্গলকোট

দেবাশিস রায় : ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের জাগেশ্বরডিহি এবং বাজার-বনকাপাসি জনপদের কয়েক হাজার বাসিন্দা। জাগেশ্বরডিহি যুব সম্প্রদায় পরিচালিত নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হল ১৭ জানুয়ারি বুধবার। কয়েক হাজার দর্শকে পরিপূর্ণ জাগেশ্বরডিহি ফুটবল ময়দানে আয়োজিত ফাইনাল খেলায় জে এস ডব্লিউ স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলের ব্যবধানে সুকন্যা একাদশ দুর্গাপুরকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আট দলীয় এই জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন সুকন্যা একাদশের ইউসুফ। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন জে এস ডব্লিউ স্পোর্টিং ক্লাবকে ট্রফি সহ ৬০ হাজার টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ফাইনালে বিজিত সুকন্যা একাদশ দুর্গাপুর পেয়েছে ট্রফি সহ ৪০ হাজার টাকার চেক। এদিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ফুটবলার তথা একদা জাতীয় ফুটবল দলের গোলকিপার সন্দীপ নন্দী, মঙ্গলকোট থানার আই সি পিন্টু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। টুর্নামেন্টের আয়োজকদের পক্ষে ননীচূড়া ঘোষ বলেন, এখন গ্রামাঞ্চলেরও

নবীন প্রজন্ম মোবাইলে গেমে আসক্ত। তাদের ফের মাঠমুখো করে তোলার জন্যই ফুটবল টুর্নামেন্টের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা। আশা করি সকলের সহযোগিতায় এই লক্ষ্যে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারব। অন্যদিকে, জাগেশ্বরডিহি জনপদের পার্শ্ববর্তী বাজার-কাপাসি জয়দুর্গা ক্লাব আয়োজিত নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হল গত রবিবার। ক্লাবের পক্ষে পিন্টু ঘোষ জানান, প্রায় ২০ বছর পর তাদের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন ঘিরে এলাকাবাসী যথেষ্টই উৎসাহিত ছিল।

সুযোগ পেলে ভারতীয় দলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, সিঙ্গুরে এসে বললেন প্রভাকর

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির সিঙ্গুরে একটি স্কুলের যুব দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী পেসার মদন লাল ও প্রাক্তন ভারতীয় পেসার মনোজ প্রভাকর। বাইশ গজ থেকে অবসর নিলেও নিয়মিত ক্রিকেটের খবর রাখেন মনোজ। আফগানিস্তান এবং নেপালের ক্রিকেট দলের কোচিং ব্রিগেডের সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতে যুক্তও ছিলেন। ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়েও সজাগ। পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতীয় দলের ব্যর্থতার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনার অভাবকে দায়ী করেছেন। মনোজ প্রভাকর মনে করেন, ফাইনালের ওই পিচ তিনশোর কাছাকাছি রান করা উচিত ছিল। অথচ ভারতীয় দল চারশো রান করার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাটিং করেছিল।

ফলে পরিকল্পনার অভাবেই এই ব্যর্থতা। তিনি মনে করেন, বর্তমান ভারতীয় দল বিশ্বের সেরা। ওডিআই বিশ্বকাপে টানা দশ ম্যাচ জেতার পরে একটি ম্যাচে ব্যর্থতায় শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে যায় না। মনোজ প্রভাকর আরও বলেন, তিনি সুযোগ পেলে যুব ক্রিকেটারদের সাহায্য করতে পারেন। তাঁকে সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করে বসে আছেন। বিদ্যালয়ের সেমিনার হলে আযয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মদন লাল, মনোজ প্রভাকর ও সম্বরণ ব্যানার্জিকে। সম্বর্ধিত করা হয় প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি, সমরেশ চৌধুরী, প্রশান্ত ব্যানার্জি, অলোক মুখার্জি, বিকাশ পাঁজি, সুমিত মুখার্জিকেও।

জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ল বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ তম অল ইন্ডিয়া সতোকাপ ২০২৪ এবং ২৩ তম আই এস কে এফ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য লাভ করল বাংলা। গত ৫-৭ জানুয়ারি হরিয়ানার জাট ধর্মশালায় তিনদিনের এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। সারা দেশ থেকে পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে সর্বভারতীয় ক্যারাটের আসরটি জমজমাট হয়ে ওঠে। এবারের প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক সংখ্যক পদক প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লাভ করে। প্রতিযোগিতায় অসম দ্বিতীয় এবং তামিলনাড়ু তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েদের এই সাফল্যের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া জেলা আলাদাভাবে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছে। এবারে ক্যারাটের আসর থেকে পদক প্রাপ্তির নিরিখে ওই দুই জেলার ছেলেমেয়েদের ঝুলিতে মোট ১৩টি গোল্ড, ১১টি সিলভার এবং ৫টি ব্রোঞ্জ মেডেল জমা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আই এস কে এফ-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশিক্ষক পরিতোষ শিকদার। হরিয়ানা থেকে শনিবার এই রাজ্যের প্রতিযোগীরা সদলবলে ফিরে এসেছে। পরিতোষ শিকদার এবং অন্যতম কোচ শ্যামসুন্দর গোস্বামী বাংলার এই সাফল্যের পিছনে প্রতিযোগীদের একাগ্রতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি অভিভাবকদের উৎসাহদানকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভুল ফুটবলার খেলানোর মাশুল দিল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুল ফুটবলার খেলানোর জন্য ৬০ হাজার টাকা জরিমানা সহ শাস্তিস্বরূপ ইস্টবেঙ্গলের কেটে নেওয়া হয়েছে তিন পয়েন্ট। লাল হলুদ ক্লাবের বিরুদ্ধে শুধু বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ ছিল না, তাদের বিরুদ্ধে ছিল নাম ভাঁড়ানোরও অভিযোগ। আর সেই কারণেই শাস্তির মুখে পড়ল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তবে শুধু ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নয়, তাদের দলের অনূর্ধ-১৭ ফুটবলার অনিকেত করকেও ৪ বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। একই সঙ্গে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকেও। এবারের অনূর্ধ-১৭ লিগে ডার্বি ম্যাচের পরেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমস্যা তৈরি হয়। টিম লিস্টে তাঁর নাম দেখে চমকে যান মোহনবাগান কর্তারা। কারণ, ৬ বছর আগে মোহনবাগানের অনূর্ধ-১৩ দলের হয়ে খেলেছিলেন অনিকেত কর। তাহলে ৬ বছর পর তিনি অনূর্ধ-১৭ দলে খেলেন কী করে? এখানেই শেষ নয়। এই অনিকেত কর যখন মোহনবাগানে খেলেছিলেন, তখন তাঁর নাম ছিল, অনীক কর। একে তো বয়স বেশি। তার উপর নাম বদল! ইস্টবেঙ্গলের যুব ফুটবলারদের কাছে ৪ গোলে হারার পরেই লাল-হলুদের ফুটবলার অনিকেত করের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে অভিযোগ জানায় মোহনবাগান। ডার্বিতে না খেললেও ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন অনিকেত কর। সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলারটির সম্পর্কে যাবতীয় নথি সহ নানা তথ্য ফেডারেশনের কাছে জমা দিয়ে অভিযোগ জানায় মোহনবাগান।

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে না খেললে ফুটবলারটি বেঞ্চে ছিলেন। এছাড়াও লিগের প্রথম ম্যাচে মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। আর অনিকেতকে খেলিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। আর তাতেই ক্লাব ও ফুটবলারের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। ফেডারেশনের তদন্তে মোহনবাগানের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। প্রমাণিত হয় যে নিজের বয়স এবং নাম দুটোই ভাঁড়িয়েছেন অনিকেত। কারণ, তাঁর সম্পর্কে ফেডারেশনে অভিযোগ জমা হওয়ার পর, ফুটবলারটি নিজেই ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের লিখিত জানান, ক্লাবের কোনও দোষ নেই। তিনি নিজেই বয়স এবং নাম নিয়ে ভুল সার্টিফিকেট ক্লাবের কাছে জমা দিয়েছেন। ফুটবলারটির স্বীকারোক্তি লিখিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ফেডারেশনে পাঠিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল। তাতেও শাস্তি এড়াতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ফুটবলারটির পাশাপাশি লাল হলুদ ক্লাবকেও শাস্তি দেওয়া হয়। ফুটবলারটিকে চার বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়। ইস্টবেঙ্গলকে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সঙ্গে মোট পয়েন্ট থেকে তিন পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে বেশ সমস্যায় পড়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

অস্ট্রেলিয়াকে ৫০ মিনিট রুখে দেওয়ায় পজিটিভ ঝিঙ্গন, সান্ধুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশ্বমানের দলকে ৫০ মিনিট আটকে রাখা। এরপর ২ গোলে হার। তবু নেতিবাচকভাবে নিতে রাজি নন ভারতীয় দলের দুই সিনিয়র ফুটবলার সন্দেশ ঝিঙ্গন ও গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বরং তাঁরা মনে করেন, এই ম্যাচ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। কাতারে আল রায়ানের আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়ামে বিশ্বের ২৫ নম্বর ও এশিয়ার চার নম্বর দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে অসাধারণ রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে ভারত। ভয়ডরহীন ফুটবল বলতে যা বোঝায়, একেবারে তা-ই খেলেন ঝিঙ্গনরা। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষণকে দুর্ভেদ্য করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েই এই ম্যাচে নেমেছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। ম্যাচের ৫০ মিনিট পর্যন্ত সেই চেষ্টা সফলও হয় তাঁদের। কিন্তু তার পরে ২৩ মিনিটের মধ্যে দুটি গোল খেয়ে যায় তারা। আরও গোল হতে পারত। তবে ভারতের দুর্দান্ত রক্ষণ অস্ট্রেলিয়াকে আরও বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিততে দেয়নি। ঝিঙ্গন বলেন, 'বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় থাকা একটা দলের বিরুদ্ধে খেলেছি আমরা। তাই এ রকমই প্রত্যাশা ছিল। অনেক কিছু শিখলাম।' অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেও যে ভারতীয় দলের ফুটবলাররা ইতিবাচকই রয়েছেন, তা জানিয়ে ঝিঙ্গন বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছিলাম, ওরাও (অস্ট্রেলিয়া) চাপে ছিল। ওরা বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। ওদের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে। আমরা হেরে গিয়ে কাঁদতে বসে যাওয়ার পাত্র নই।' তিনি ভাল খেললেও দল না হারায় কিছুটা মনমরা ঝিঙ্গন বলেন, 'আমি বলি দল জিতলে আমিও ভাল খেলেছি, দল হারলে মোটেই ভাল খেলিনি। তাই কে প্রশংসা করল, না করল, আমার কিছু যায় আসে না। আমি যতটা পারি দলকে দিতে চাই, যাতে দল জিততে পারে। দল হারলে আমিও হারি। অনেক কিছু শেখা গেল এই ম্যাচে'। অন্যদিকে দলের অভিজ্ঞ গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধুও বলছেন, এই হার থেকে শিক্ষা নিতে হবে তাঁদের। এদিন প্রথম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে গুরপ্রীতের ভুলকে কাজে লাগান অস্ট্রেলীয় মিডফিল্ডার জ্যাকসন আরভিন। গোল থেকে এগিয়ে এসে এক হাতে ডানদিক থেকে উড়ে আসা ক্রস ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন গুরপ্রীত। কিন্তু তাঁর হাতে বল ঠিকমতো না লাগায় তা এসে পড়ে সামনেই আরভিনের পায়ে। তিনি বাঁ পায়ে গুরপ্রীতের ডানদিক দিয়ে বল পাঠিয়ে দেন সোজা গোলে। তিনি বলেন, 'প্রথমার্ধে আমরা যা খেলেছি, তাতে আমাদের গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার মতো অসাধারণ দলকে যদি একটু জমিও ছাড়া হয়, তা হলে তারা সেই সুযোগ ছাড়ে না। প্রথম গোলটার ক্ষেত্রে আমার আরও ভাল কিছু করা উচিত ছিল। তবে আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে যতটা সম্ভব শিক্ষা নিতে হবে।'

বাংলার নতুন 'অর্জুন' ঐহিকা, 'দ্রোণাচার্য' জয়ন্ত পুশিলাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে বাংলা থেকে একমাত্র 'অর্জুন' পুরস্কার পেলেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। নৈহাটির মেয়ে ঐহিকা এশিয়ান গেমস টিটিতে সুতীর্থাকে সঙ্গী করে ডাবলসে প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে ব্রোঞ্জ জয় করে ইতিহাস তৈরি করেন। এছাড়াও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতেছেন। বাংলার খেলাধুলোয় এর আগে দ্রোণাচার্য সম্মান পেয়েছিলেন সৈয়দ নৈমউদ্দিন, কুন্তল রায়। সেই তালিকায় এবার যোগ হল জয়ন্ত পুশিলালের নাম। বাংলা তথা ভারতীয় টেবিল টেনিসের একাধিক চ্যাম্পিয়ন তৈরি করার কারিগর তিনি। নারকেলডাঙা সাধারণ সমিতিতে দীর্ঘদিন কোচিং করিয়েছেন। যাঁর অন্যতম ছাত্রী মৌমা দাস। এছাড়াও অরূপ বসাক, কিশলয় দাস, প্রাপ্তি সেনদেরও কোচিং করিয়েছেন। জয়ন্ত পুশিলাল রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে নেন দ্রোণাচার্য পুরস্কার। এছাড়া বাংলার ক্রিকেটার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'অর্জুন' পুরস্কার নিলেন মহম্মদ শামি। টুইটারে শামি লেখেন, 'রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার নিতে পেরে আমি গর্বিত। আমার ভাল এবং খারাপ সময় যারা আমার পাশে ছিল,

তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার কোচ, বিসিসিআই, সতীর্থ, পরিবার, সাপোর্ট স্টাফ এবং ফ্যানদের ধন্যবাদ। আমার কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি নিজের সেরাটা দিয়ে দেশকে আরও গর্বিত করতে চাই।' সাধারণত জাতীয় ক্রীড়া সম্মান ২৯ আগস্ট দেওয়া হয়। কিন্তু এবার এশিয়ান জেমসের জন্য এই সম্মান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিনের সেরা মুহূর্ত ছিল সামির পুরস্কার গ্রহণ। ১৫ লক্ষ টাকাও পান ভারতীয় পেসার। মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পান ভারতীয় শাটলার চিরাগ শেট্টি এবং সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি। আর্থিক পুরস্কার হিসেবে তাঁরা পান ২৫ লক্ষ টাকা। তৃতীয় ভারতীয় দাবাড়ু হিসেবে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন বৈশালী। তাঁকেও বিশেষ সম্মান জানানো হয়। সব মিলিয়ে ২৬ জন ক্রীড়াবিদ এবং কোচকে সম্মানিত করা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলে এল প্রথম বিদেশি মহিলা ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গলে এবার প্রথম মহিলা বিদেশি ফুটবলার। লাল হলুদে যোগ দিলেন বাংলাদেশের সঞ্জিদা আক্তার। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মেয়েদের আই লিগে খেলবেন তিনি। মূলত উইঙ্গার, মাঝমাঠেও খেলতে পারেন। সঞ্জিদার কলকাতার প্রধানে খেলার খবর নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের মেয়েদের বিভাগের প্রধান মহফুজা আক্তার কিরণ। সোমবার কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন ২২ বছরের বাংলাদেশি ফুটবলার। এই প্রথম দেশের বাইরে কোনও দলে খেলবেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে দুজন মহিলা ফুটবলার এসেছে ভারতে খেলতে। তারমধ্যে রয়েছেন সাবিনা খাতুনও। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় দলের অধিনায়ক। সাবিনা খেলবেন বেঙ্গালুরুর একটি দলের হয়ে। মেয়েদের আই লিগে খুব ভাল জায়গায় নেই ইস্টবেঙ্গল। চারটের মধ্যে তিনটিতেই হেরেছে। সাত

দলের মধ্যে পাঁচ নম্বরে লাল হলুদ। তাঁর অন্তর্ভুক্তিতে ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়ে আশাবাদী কর্তারা। তবে মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম বিদেশি হলেও এর আগে বাংলাদেশের ফুটবলাররা ইস্টবেঙ্গলে খেলে গিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন মুন্না, রুমি, গাউসরা। মাঝে একটা দীর্ঘ সময় ওপার বাংলার কোনও দলের সঙ্গে ফুটবলার আদানপ্রদান হয়নি। কিন্তু এবার বাংলাদেশের উইঙ্গারকে পেতে আগ্রহ দেখায় ইস্টবেঙ্গল।

জাতীয় টেবিল টেনিসে অঙ্কুরের ত্রিমুকুট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮৫ তম জুনিয়র অ্যান্ড ইয়ুথ ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে দেখা গেল বাংলার ছেলেদের দাপট। মোট তিনটে চ্যাম্পিয়নশিপ পদক এল বাংলার ঘরে। অনূর্ধ্ব ১৯ দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে সিঙ্গলস এবং ডাবলসেও দাপট দেখাল বাংলা ছেলেরা। বাংলার বোধিসত্ত্ব চৌধুরী-অঙ্কুর ভট্টাচার্য জুটি উত্তরপ্রদেশের শরথ মিশ্র-দিব্যাংশ শ্রীবাস্তব জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যাচের ফল ১১-২, ১১-৪, ৮-১১, ১১-৮। দলগত খেতাব জেতার পরেই বাংলা শিবির থেকে বলা হয়েছিল ডাবলস এবং সিঙ্গলসের খেতাব জিততেও তারা মরিয়া। মেয়েদের দলগত বিভাগের ব্যর্থতা মেটাতে তারা চ্যাম্পিয়ন হতে চায়। বাংলার ছেলেদের এই কথা যে শুধু কথা ছিল না তা দেখা গেল কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে সিঙ্গলসেও বাংলার ছেলেরা দাপট দেখাল। অঙ্কুর ভট্টাচার্য এবং বোধিসত্ত্ব চৌধুরীর ফাইনালে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই অনূর্ধ্ব ১৯ ছেলেদের ফাইনালটি 'অল বেঙ্গলস ফাইনালে' পরিণত হয়। অঙ্কুর সিঙ্গলস, ডাবলস এবং টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ত্রিমুকুট পেল। প্রথম থেকেই ছন্দে ছিল অঙ্কুর। তার উপর সাত গেমের ম্যাচে বোধিসত্ত্বর বেশ কয়েকটি আনফোর্সড এরর অঙ্কুরের কাজ সহজ করে দেয়। ৪-০ ব্যবধানে বোধিসত্ত্বকে হারান অঙ্কুর। ম্যাচের ফল ১১-৬, ১৩-১১, ১১-৮, ১৬-১৪। গত বছর অনূর্ধ্ব ১